সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পুরোনো বাংলাকাব্য : চিরশত্রুযুগলপ্রসঙ্গ

Vol. 50 | No. 2-3 | 2013

Check for updates

Volume	50
Issue	2-3
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Muhammad Shahjahan Mia
Published online	June 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v50i2-3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i2-3.1
Pages	৯-৪২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

পুরোনো বাংলাকাব্য : চিরশত্রুযুগলপ্রসঙ্গ

Check for updates

মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া*

[এক] কথারম্ভ

বাঁচার তাগিদই মানুষের সব কর্মপ্রয়াসের ও আচরণের ভিত্তি ও উৎস। প্রতিবেশ ও পরিবেষ্টনীর বিভিন্ন জীব ও উদ্ভিদের সঙ্গে এজন্যই আমরা সখ্য ও শত্রুতাসম্পর্কে আবদ্ধ হই। মানুষে মানুষে সখ্য ও শত্রুতা একারণেই গড়ে ওঠে। বস্তুত সমস্বার্থেই মানবসমাজে ঐকমত্য, সহযোগিতা ও সহাবস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অসমস্বার্থে বিদ্বেষবিষ সঞ্চারিত হয় এবং দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত বাধে।

বাস্তবিকপক্ষে স্বার্থঘটিত কারণেই আমরা সমাজে শত্রুসঙ্কুল অবস্থায় বসবাস করি। 'শত্রু'-শব্দের নানা প্রতিশব্দ : অরাতি, অরি, বিপক্ষ, বৈরী, রিপু, শনি, গালিম, দুশমন প্রভৃতি। অভিধানে স্বরাজ্যের সন্নিকটবর্তী রাজ্যের রাজা, জ্যোতিষে লগ্ন থেকে ষষ্ঠস্থান এবং দেহস্থ কামক্রোধাদিও 'শত্রু'-রূপে চিহ্নিত। অন্তঃশত্রু, বহিঃশত্রু, সমাজের শত্রু ও দেশের শত্রুবিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হয়। ধর্মদেশজাতবর্ণ ইত্যাদি নিয়েও থাকে নিরন্তর দ্বন্দ্ব ও কোন্দল।[১] শত্রুসঙ্কটে (=শত্রুকৃত বিপদে) পূর্বাপর সচেতন বাঙালি জনমনে এসকল শব্দের নিত্য সমাদর : অরিজিৎ, অরিন্দম, পরন্তপ, শত্রুঘ্ন, শত্রুঞ্জয়, রিপুজয়ী প্রভৃতি।[২] পরশ্রীকাতর, হিংসাপরায়ণ ও কুচক্রী লোকদের কারণেও সামাজিক ব্যক্তিবর্গের কেউই অজাতশত্রু কিংবা নিঃশত্রু থাকতে পারেন না। শাস্ত্রবাণী অনুসারে : পিতামাতাস্ত্রীপুত্রও, বিশেষ অবস্থায়, শত্রুরূপে বিবেচিত হয়।[৩]

সর্বোপরি 'চিরশত্রু' বলে একটি কথা আছে। 'চিরশত্রু' হচ্ছে : চিরকালের শত্রু, চিরবিদ্বেষী।[৪] 'চিরশত্রু' প্রাণের দুশমনও বটে। নবীবৃন্দ ও অবতারগণেরও 'প্রাণের দুশমন' থাকে। "নুহ্‌র ছিল দানিয়াল, ইব্রাহিমের ছিল নমরুদ, মুসার ছিল ফেরাউন, কৃষ্ণের ছিল কংস, দাউদের ছিল আনসারী, ঈসার ছিল তউসা এবং মুহম্মদের দুশমন ছিল আবু জেহেল।"[৫]

তবে আপৎকালীন স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে ও মুগ্ধ অবস্থায় চিরশত্রুযুগলসমূহও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মেনে নেয়।[৬]

পুরোনো বাংলাসাহিত্যেও, নানাপ্রসঙ্গে, কতিপয় চিরশত্রুযুগলের বিবরণ মেলে। আমরা এ প্রবন্ধে সে-সম্পর্কে আলোচনা করব।

[দুই] পুরোনো বাংলাকাব্যে বর্ণিত চিরশত্রুযুগলসমূহ

পুরোনো বাংলাকাব্যে প্রাণিবর্গের মধ্যকার কিছু চিরশত্রু 'যুগল' (=pair)-এর পরিচয়ও প্রকাশিত হয়েছে। ওইরূপ যুগলসমূহের পরিচয়-সংবলিত কিছু কাব্যাংশ এস্থলে যুক্ত করা যায়। [প্রতিটি কাব্যের সমুদয় উদাহরণ একস্থানে গ্রথিত হয়েছে।]

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১) ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা*-কাব্যে কয়েকটি চিরশত্রুযুগলের নাম উল্লিখিত হয়েছে। (এই কাব্যের রচয়িতা ভবানীশঙ্কর দাস। কাব্যটির সম্পাদক : রাজচন্দ্র দত্ত।)

(ক) 'শ্রীয়পতি'-সদাগর কালীদহে কয়েকটি চিরশত্রুযুগলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

১.০ সাইচান্ সহিতে কবুতরে করে মেলা ॥
পৃ ১৩৩, *মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা* (ভবানীশঙ্কর দাস)

'সাইচান্' (= বাজপাখি) ও 'কবুতর' (=পায়রা) মূলত চিরশত্রুযুগলরূপে খ্যাত।

১.১ কোনখানে খেলে রঙ্গে
হরি করী এক সঙ্গে।
খগেন্দ্রের উত্তমাঙ্গে
ফণা ধর্যাছে ভুজঙ্গে।
মইষে শার্দূল সহিতে
খেলে দেখ হরষিতে।
দেখ দেখ পারাবতে
খেলএ সাইচান সাতে।
পৃ ১৩৩, *মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা* (ভবানীশঙ্কর দাস)

এখানে বর্ণিত কতিপয় চিরশত্রুযুগলের নাম হল : 'হরি' (=সিংহ) ও 'করী' (=হস্তী); 'খগেন্দ্র' (=গরুড়) ও 'ভুজঙ্গ' (=সর্প); 'মইষ' (=মহিষ) ও 'শার্দূল' (=ব্যাঘ্র); 'পারাবত' (=কপোত) ও 'সাইচান্' (=বাজপাখি)।

১.২ সাইচান কৌতর সঙ্গে একস্থানে বঞ্চে রঙ্গে
ভোগীর সহিতে ভেকে খেলে ॥
কোনখানে খাএ খেলা* ব্যাঘ্র মইষে করি মেলা
মূষিকের সহিতে মার্জারে।
পৃ ১৩৮, *মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা* (ভবানীশঙ্কর দাস)

*খাএ খেলা = খেলা করে।

এস্থলে উল্লিখিত চিরশত্রুযুগলসমূহ হল :

'সাইচান্' (=বাজপাখি) ও 'কৌতর' (=কবুতর); 'ভোগী' (=সর্প) ও 'ভেক' (=বেঙ); 'ব্যাঘ্র' ও 'মইষ' (=মহিষ); 'মূষিক' (=ইঁদুর) ও 'মার্জার' (=বিড়াল)।

(২) ১৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *সারদামঙ্গল*-কাব্যে কতিপয় চিরশত্রুযুগলের নাম বর্ণিত হয়েছে। (এই কাব্যের রচয়িতা মুক্তারাম সেন এবং সম্পাদক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।)

(ক) কোনখানে ব্যাঘ্র সনে মৈষে করে কেলি।
ফণী সঙ্গে ভেক রঙ্গে রহে একু মেলি ॥

ব্যাঘ্র ঠাঁই মৃগে জাই পুছএ কুশল।
তথাপিয় কারে কেহ নহি করে বল ॥ পৃ ৪৯, *সারদামঙ্গল* (মুক্তারাম সেন)

এস্থানে বর্ণিত চিরশত্রুযুগলগুলো হল :

'ব্যাঘ্র' ও 'মৈষ' (=মহিষ); 'ফণী' (=সর্প) ও 'ভেক' (=বেঙ); 'ব্যাঘ্র' ও 'মৃগ' (=হরিণ)।

(৩) ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *অনাদিমঙ্গল*-কাব্যে কিছু চিরশত্রুযুগলের নামোল্লেখ রয়েছে। (এই কাব্যের প্রণেতা রামদাস আদক। কাব্যটির সম্পাদক : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।)

(ক) মণ্ডল হইয়ে বাদ ভূপতির সনে।
পতঙ্গ পতন যেন যজ্ঞের আগুনে ॥
ভুজঙ্গ হইয়ে নাকি জিনিবে গরুড়ে।
জিনিবে পতঙ্গ হয়ে মাতঙ্গ প্রচুরে ॥
কর্কট হইয়া নাকি জিনিবে শৃগাল।
ইন্দুর হইয়া কোথা জিনিছে বিড়াল ॥
সালূর কি হ'রে লয় ফণিমাথার মণি।
অসম্ভব কথা কেন বল নারায়ণি ॥ পৃ ১৬, *অনাদিমঙ্গল* (রামদাস আদক)

এখানে কথিত চিরশত্রুযুগলগুলো হল :

'ভুজঙ্গ' (=সর্প) ও 'গরুড়' (=পক্ষিরাজ); 'ইন্দুর' (=ইঁদুর) ও 'বিড়াল'; 'সালূর' (=ভেক) ও 'ফণী' (=সর্প)।

(খ) মায়ারূপে ইন্দ্র চন্দ্র হইল সয়চান।
ঘুঘুপক্ষী আপনি হইল ভগবান ॥
মায়া করি ঘুঘুপক্ষী চলিল উড়িয়া।
পাছু পাছু সয়চান বলে খেদাড়িয়া ॥ পৃ ১২৬, *অনাদিমঙ্গল* (রামদাস আদক)

এস্থলে একটি চিরশত্রুযুগলের নাম উল্লিখিত হয়েছে :

'সয়চান' (=বাজপাখি) ও 'ঘুঘুপক্ষী'।

(৪) ষোলশতকের শেষপাদে রচিত *চণ্ডীমঙ্গল*-কাব্যে একটি চিরশত্রুযুগলের নাম পরিদৃষ্ট হয়। (এই কাব্যের রচয়িতা মুকুন্দ। মুকুন্দের *চণ্ডীমঙ্গল*-কাব্যের নামান্তর *কবিকঙ্কণচণ্ডী*।)

কবিকঙ্কণচণ্ডী (প্রথম ভাগ)-গ্রন্থের সম্পাদক : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী। এ গ্রন্থ থেকেই নিম্নোক্ত উদাহরণটি সঙ্কলিত হয়েছে।

(ক) বৈদ্য নকুল তুমি খাইবে বর্তন ভূমি*
চিকিৎসা করিবে রাজপুরে।
পথ্যের নিয়ম শিক্ষা করিবে পশুরে রক্ষা
ভুজঙ্গে না জিনিবে তোমারে ॥ পৃ ১৩৪, *চণ্ডীমঙ্গল* (মুকুন্দরাম)

*খাইবে বর্তন ভূমি = জীবিকা নির্বাহের জন্য নিষ্কর জমি ভোগ করবে। সংস্কৃত 'বর্তন'-অর্থ : প্রাণধারণ; জীবিকা, বৃত্তি, বেতন।

এস্থানে উল্লিখিত 'নকুল' (=বেজি) ও 'ভুজঙ্গ' (=সর্প) চিরশত্রুযুগল হিসাবে চিহ্নিত।

(৫) ১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *পদ্মাবতী*-কাব্যে চিরশত্রুযুগলের নাম মেলে। (এই কাব্যের রচয়িতা : আলাওল। কাব্যটির সম্পাদক : সৈয়দ আলী আহসান।)

(ক) করিকুম্ভ বিদারি ভুঞ্জএ মৃগপতি।
হরিগন্ধে করী পলায়ন্ত শীঘ্রগতি ॥ পৃ ৩৪৯, *পদ্মাবতী* (আলাওল)

এখানে বর্ণিত চিরশত্রুযুগল হচ্ছে :

'করী' (=হস্তী) ও 'মৃগপতি' (=সিংহ) কিংবা 'হরি' (=সিংহ) ও 'করী' (=হস্তী)।

(খ) সিংহ করী মৃগ ব্যাঘ্র একত্রে মিলিয়া।
চাহন্ত পক্ষীর ভঙ্গি স্থকিত হইয়া ॥ পৃ ৪৯২, *পদ্মাবতী* (আলাওল)

এস্থলে, বিশেষ পটভূমিতে, দুটি চিরশত্রুযুগলের সহাবস্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ দুই চিরশত্রুযুগল হচ্ছে : 'সিংহ' ও 'করী' (=হস্তী); 'মৃগ' (=হরিণ) ও 'ব্যাঘ্র' (=বাঘ)।

(৬) পনের শতকের প্রথমার্ধে রচিত *রামায়ণ*-কাব্যে চিরশত্রুযুগলবিষয়েও তথ্য-পরিবেশন করা হয়েছে। (কৃত্তিবাস-রচিত *রামায়ণ*-কাব্যের সম্পাদক : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।)

(ক) পলায় কপোতপক্ষী সাঁচানের ডরে।
ত্রাসেতে পড়িল শিবি* নৃপতির ক্রোড়ে ॥
যত্ন করি নরপতি ঘুঘুপক্ষী রাখে।
প্রাচীরে সাঁচান পক্ষী নৃপতিরে ডাকে ॥ পৃ ২৩৫, *রামায়ণ* (কৃত্তিবাস)

*শিবি = বিখ্যাত দাতা ও সত্যবাদী নৃপবিশেষ।

লক্ষণীয় : 'কপোতপক্ষী' (=পায়রা; কবুতর) এবং 'ঘুঘুপক্ষী' (=পায়রাজাতীয় পক্ষিবিশেষ) সাঁচান (=বাজপাখি)-এর চিরশত্রু।

(খ) রাবণের সেনাপতি দ্বারে ছিল যারা।
অঙ্গদের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তারা ॥
বড় বড় বীর ছিল রাজার রক্ষক।
তক্ষক দেখিয়া যেন পলায় মূষক ॥ পৃ ২৫৪, *রামায়ণ* (কৃত্তিবাসরচিত)

এস্থানে বর্ণিত চিরশত্রুযুগল : 'তক্ষক' (=অষ্টনাগের একতম; সর্পবিশেষ) ও 'মূষক' (=ইঁদুর)।

(গ) রথ হৈতে রাবণ পড়িল দিয়া লম্ফ।
সর্পেরে ধরিতে যেন গরুড়ের ঝম্প ॥ পৃ ৪৪৩, *রামায়ণ* (কৃত্তিবাসরচিত)

এস্থলে উল্লিখিত চিরশত্রুযুগল : 'সর্প' ও 'গরুড়' [=পক্ষিরাজ; (বাংলায়) হাড়গিলা পাখি]।

(ঘ) ত্রাস পেল দেবগণ রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন নত হয় দেখে তার্ক্ষ্যপাখী ॥ পৃ ৪৪৬, *রামায়ণ* (কৃত্তিবাস)

এস্থলেও একটি চিরশত্রুযুগলনাম আছে : 'সর্প' ও 'তার্ক্ষ্যপাখী' [=গরুড়; (বাংলায়) হাড়গিলা]।

(৭) ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *শ্রীধর্মমঙ্গল*-কাব্যে কতিপয় চিরশত্রুযুগলের নাম উল্লিখিত হয়েছে। (*শ্রীধর্মমঙ্গল*-এর রচয়িতা ঘনরাম চক্রবর্তী। এ কাব্যের সম্পাদক : পীযূষকান্তি মহাপাত্র।)

(ক) যত মল্ল ভেক মাঝে সারঙ্গধল সর্প।
লাউসেন গরুড়ে হরিল তার দর্প ॥ পৃ ১৯১, *শ্রীধর্মমঙ্গল* (ঘনরাম চক্রবর্তী)

এক্ষেত্রে প্রাপ্ত দুটি চিরশত্রুযুগলের নাম : 'ভেক' (=বেঙ) ও 'সর্প' (=ভুজঙ্গ); 'সর্প' ও 'গরুড়' [=পক্ষিরাজ; (বাংলায়) হাড়গিলা পাখি]।

(খ) আর না পাসরে রণে কোটালের সেনা।
সাহসে কালুর সনে রণে দিল হানা ॥
ঝুপ্‌ঝাপ্‌ ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাড়ে গুলিশর।
ঢালখাঁড়া বীর কালু বায়ে করে ভর ॥
চৌদিকে চাপিয়া গুলি বাজে দুমাদুম্‌।
সামালি সমরে সেনা হানে দামদুম্‌ ॥
মণ্ডুক মণ্ডলী মাঝে মত্ত যেন সর্প।
কুঞ্জর নিকরে যেন কেশরীর দর্প ॥ পৃ ৩৮৪, *শ্রীধর্মমঙ্গল* (ঘনরাম চক্রবর্তী)

এস্থানে মিলছে দুটি চিরশত্রুযুগলের নাম : 'মণ্ডূক' (=বেঙ) ও 'সর্প' (=ফণী); 'কুঞ্জর' (=হস্তী) ও 'কেশরী' (=সিংহ)।

(গ) মার্জার মূষিক শিবা শশক শার্দূল।
গলাগলি ভাসে বানে বিপত্তে ব্যাকুল ॥
ফণির ফণায় চেপে চলিছে মণ্ডুক।
বিপাকে কাকের হাসি দেখিতে কৌতুক ॥
কর্পূর কহেন দাদা দেখ অসম্ভব।
সেন বলে শুনহে সময়ে করে সব ॥ পৃ ৫৬০, *শ্রীধর্মমঙ্গল* (ঘনরাম চক্রবর্তী)

এখানেও দুটি চিরশত্রু-যুগলের নাম পাওয়া যাচ্ছে : 'মার্জার' (=বিড়াল) ও 'মূষিক' (=ইঁদুর); 'ফণী' (=সর্প) ও 'মণ্ডূক' (=বেঙ)।

(ঘ) সিংহ সনে কুরঙ্গ মাতঙ্গ দিল ভঙ্গ।
ভক্ষ্য ভেক ভয়ে ধায় ভুজঙ্গের সঙ্গ ॥
শয়চান সহিত পক্ষ লক্ষ লক্ষ উড়ে।
বাসা ডিম্ব রেখে কেহ ওত করে ঝোড়ে ॥

শশক শার্দূল শিবা শত শত ধায়।
বিপত্তে ব্যাকুল কেহ ফিরিয়ে না চায় ॥
কেহ কারে নাহি হিংসে তরাসে তরল। পৃ ৫৭৬, *শ্রীধর্মমঙ্গল* (ঘনরাম চক্রবর্তী)

এখানে আছে চারটি চিরশত্রুযুগলের নাম : 'সিংহ' ও 'মাতঙ্গ' (=হস্তী); 'সিংহ' ও 'কুরঙ্গ' (=হরিণ); 'ভেক' (=বেঙ) ও 'ভুজঙ্গ' (=সর্প); 'শয়চান' (=বাজপাখি) ও 'পক্ষ' (=পাখি; অর্থাৎ পায়রা, ঘুঘু প্রভৃতি পাখি)।

(৮) রামেশ্বরের *শিব-সঙ্কীর্তন* বা *শিবায়ন*-কাব্যে চিরশত্রুযুগলের নাম রয়েছে। (এ-পুরোনো বাংলাকাব্যের সম্পাদক : যোগিলাল হালদার।)

(ক) ভেকের ভাবুক* নাই ভুজঙ্গের ঘরে।
কান-বলা কেন আল্য মরিবার তরে ॥ পৃ ১৭৯, রামেশ্বরের *শিব-সঙ্কীর্তন*

*ভাবুক = শুভ, ক্ষেম, কুশল, মঙ্গল, কল্যাণ।

এখানে উল্লিখিত চিরশত্রু-যুগল : 'ভেক' (=বেঙ) ও 'ভুজঙ্গ' (=সর্প)।

(৯) কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনপ্রণীত *রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী*-তে দুটি চিরশত্রু-যুগলের নাম উল্লিখিত হয়েছে। [কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত কবি। *রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী*-বইয়ের প্রকাশক : বসুমতী সাহিত্য-মন্দির (কলিকাতা)।]

(ক) ক্ষণে বিষতুল্য কর সুপাতিত মহী।
সুপ্ত শিখী তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি ॥
মৃগেন্দ্র গজেন্দ্রে নিবসতি এক ঠাঁই।
এমন জাতির ধর্ম শাস্ত্রমধ্যে নাই ॥ পৃ ৭, *বিদ্যাসুন্দর* (রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী)

এস্থানে দুটি চিরশত্রুযুগলের নাম আছে : 'শিখী' (=ময়ূর) ও 'অহি' (=সর্প); 'মৃগেন্দ্র' (=সিংহ) ও 'গজেন্দ্র' (=শ্রেষ্ঠগজ, মহাহস্তী)।

(১০) মানিকরাম গাঙ্গুলি-বিরচিত *ধর্মমঙ্গল*-কাব্যে এরূপ একটি চিরশত্রুযুগলের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। (পুরোনো এ কাব্যের সম্পাদক : বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত।)

(ক) হাসন হুসন ভঙ্গ দিলেক সমরে।
পন্নগ পালায় যেন গরুড়ের ডরে ॥ পৃ ৫৩৪, *ধর্মমঙ্গল* (মানিকরাম গাঙ্গুলি)

এখানকার চিরশত্রুযুগলের নাম : 'পন্নগ' (=সর্প) ও 'গরুড়' [=পক্ষিরাজ; (বাংলায়) হাড়গিলা পাখি]।

(১১) *কাশীদাসী মহাভারতে*ও এরকম চিরশত্রুযুগলের কথা বর্ণিত হয়েছে। (পুরোনো বাংলাকাব্য *কাশীদাসী মহাভারত*-এর সম্পাদক : সুবোধচন্দ্র মজুমদার।)

(ক) রোহিতক দেশে সেই ছিল নরপতি।
প্রথমেতে যুদ্ধ হৈল তাহার সংহতি ॥
রাজার সমর-সখা ময়ূর-বাহন।
তাহার যতেক সৈন্য সব শিখিগণ ॥
অপ্রমিত যুদ্ধ কৈল নকুলের সঙ্গে।
যেমন সংগ্রাম হয় নকুল-ভুজঙ্গে ॥ পৃ ২৮৪, *কাশীদাসী মহাভারত*

এস্থলে প্রাপ্ত চিরশত্রুযুগল হচ্ছে : 'নকুল' (=বেজি) ও 'ভুজঙ্গ' (=সর্প)।

(খ) ক্ষুধিত গরুড় যেন ভুজঙ্গ পাইল।
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পড়িল ॥ ...
অতি ক্রোধে ভীমসেন ধরিল রাক্ষসে। পৃ ৩৬৪, *কাশীদাসী মহাভারত*

এস্থানে একটি চিরশত্রুযুগলের নাম জানা যাচ্ছে : 'গরুড়' [=পক্ষিরাজ; (বাংলায়) হাড়গিলা পাখি] ও 'ভুজঙ্গ' (=সর্প)।

(গ) ধরিল কপোতরূপ দেব হুতাশন।
দেবরাজ শ্যেন রূপ করেন ধারণ ॥
সভাতলে যজ্ঞে ব্রতী আছেন রাজন্।
শ্যেন ভয়ে কপোতক লইল শরণ ॥
ঔশীনর-উরুদেশে লুকায় ভয়েতে।
আক্রমণ করি শ্যেন আইল পশ্চাতে ॥
ছদ্মবেশী কপোতক কহিল রাজায়।
লইনু শরণ প্রভু রাখ মোর দায় ॥
কপোতের অরি শ্যেন নিরদয় হয়ে।
নাশিতে জীবন মোর আসিয়াছে ধেয়ে ॥ ...
রাজা বলে যদি তব খাদ্যে প্রয়োজন।
অন্য খাদ্য খাও তুমি রহিবে জীবন ॥
বৃষ মৃগ ছাগ মেষ মহিষ বরাহ।
এখনি আনিয়া দিব যেই মাংস চাহ ॥
শ্যেন বলে অন্য মাংস মোরা নাহি খাই।
কপোত মোদের খাদ্য দেহ মোরে তাই ॥ পৃ ৪৪৭-৪৪৮, *কাশীদাসী মহাভারত*

এখানে বর্ণিত চিরশত্রুযুগল হচ্ছে : 'কপোত' (=পায়রা) ও 'শ্যেন' (=বাজপাখি)। পূর্বলিখিত উদ্ধৃতি অনুসারে বোঝা যায় : কপোতের প্রতি শ্যেনের বিদ্বেষ অতলস্পর্শ ও দুরধিগম। বিচারণীয় : বাংলা অভিধানে শ্যেনের আর-একটি নাম 'কপোতারি'।

(ঘ) অধিক ধাইল দুষ্ট অতি চিন্তাকুল।
চক্ষুর নিমেষে ভীম ধরে তার চুল ॥ ...
ক্ষুধিত খগেন্দ্র মুখে যেন সর্পশিশু ॥ পৃ ৫০১, *কাশীদাসী মহাভারত*

এ উদ্ধৃতির চিরশত্রুযুগল : 'খগেন্দ্র' (='পক্ষিশ্রেষ্ঠ', গরুড়) ও 'সর্প' (=ভুজঙ্গ)।

(ঙ) হেন কালে আসে দুঃশাসনের নন্দন।
দোষণ তাহার নাম রূপেতে মদন ॥
রথে চড়ি ধনু ধরি আসে শীঘ্রগতি।
শরজালে আবরিল ঘটোৎকচ রথী ॥
আনন্দিত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
গদা লয়ে ধায় যেন কাল-হুতাশন ॥
ক্ষুধার্ত গরুড় যেন পাইল ডুণ্ডুভ।
মহাক্রোধে ঘটোৎকচ ধায় সেই রূপ ॥ পৃ ৮২১, *কাশীদাসী মহাভারত*

এখানকার চিরশত্রুযুগল : 'গরুড়' [=পক্ষিরাজ; (বাংলায়) হাড়গিলা পাখি] ও 'ডুণ্ডুভ' (=ঢোঁড়াসাপ)।

(চ) হেন কালে তারা সেই বৃক্ষের উপরে।
দারুণ পেচকপক্ষী পায় দেখিবারে ॥
বৃক্ষোপরে অবস্থিতি করে মৌনভাবে।
ভাবে কতক্ষণে সবে নিদ্রিত হইবে ॥
দেখিতে দেখিতে যত বায়সাদিগণ*।
ঘোর নিদ্রাবশে সবে হয় অচেতন ॥
অমনি পেচক দুষ্ট হয়ে অগ্রসর।
মারিয়া ফেলিল যত বিহগনিকর** ॥ পৃ ৯২০, *কাশীদাসী মহাভারত*

*বায়সাদিগণ = বায়স (=কাক) প্রভৃতি (পাখি)-সমূহ।
**বিহগনিকর = (কাকপ্রভৃতি) পাখিসমুদয়।

প্রকৃতপক্ষে এস্থানে অভিব্যক্ত চিরশত্রুযুগলের নাম : 'পেচক' (=উলূক, পেঁচা) ও 'বায়স' (=কাক)।

স্মরণীয় : 'পেচক'-এর অপরনাম 'বায়সান্তক' (=কাকসংহারক)।

সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্র'-গ্রন্থের অন্যতম 'তন্ত্র' (=অধ্যায়)-এর নাম 'কাকোলূকীয়' [সং. কাক (=বায়স) + সং. উলূক (=পেচক) + ঈয়(ছ)]। 'কাকোলূকীয়'-অর্থ : 'কাক-পেচক-সম্পর্কিত'। পশুপাখির মুখের কথায়, আচার-আচরণে মনুষ্যচরিত্র চিত্রণ করেছিলেন বিষ্ণুশর্মা ('পঞ্চতন্ত্র'-প্রণেতা)।

(১২) *ভারতচন্দ্রগ্রন্থাবলী*-র দুই স্থলে একটি চিরশত্রুযুগলের নাম উল্লিখিত হয়েছে। [কবি ভারতচন্দ্রের জীবৎকাল : ১৭১২-১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ছিলেন। *ভারতচন্দ্রগ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় ভাগ)-বইয়ের সম্পাদক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস।]

(ক) সিংহের মাজার সম মাজার বলন।
মৃগের লোচন সম তোমার লোচন ॥
সহস্রলোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধীর।
তাহার কিঙ্কর মেঘ গরজে গভীর ॥
মেঘের শুনিয়া নাদ মাতি কামশরে।

পর্বত ধরণীধর তাহার শিখরে ॥
লোচন শ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ।
তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ুর বিহঙ্গ ॥
পৃ ৫৬-৫৭, *ভারতচন্দ্রগ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় ভাগ) [*অন্নদামঙ্গল* দ্বিতীয় খণ্ড]

(খ) আপনার জন্মস্থান ভক্ষয়ে অনল।
তার ধ্বজ ধূম উঠে গগনমণ্ডল ॥
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ।
পর্বত গহ্বরে বিরহীর পরমাদ ॥
পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ।
তাহারে আহার করে ময়ুর বিহঙ্গ ॥
পৃ ৫৭-৫৮, *ভারতচন্দ্রগ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় ভাগ) [*অন্নদামঙ্গল* দ্বিতীয় খণ্ড]

উপর্যুক্ত (ক) ও (খ)-সংখ্যক উদ্ধৃতিস্থলে অভিন্ন চিরশত্রুযুগলনাম বর্ণিত : 'ভুজঙ্গ' (=সর্প) ও 'ময়ূর বিহঙ্গ' (=শিখী বা ময়ূরপাখি)।

স্মরণীয় : 'ময়ূর'-শব্দের অভিধানসম্মত অর্থ : 'সর্পহিংসক'।

(১৩) তন্ত্রবিভূতি-রচিত *মনসাপুরাণ*-কাব্যে কতিপয় চিরশত্রুযুগলের নাম মেলে। (পুরোনো এ-বাংলাকাব্যটির সম্পাদক : আশুতোষ দাস।)

(ক) বালার বচনে বালী কাঁপিছেন হিয়া।
চন্দ্রিমা কম্পিত জেন রাহুকে দেখিয়া ॥
হরিণী কম্পিত জেন দেখি মহাবাঘ।
হস্তী কম্পিত জেন সিংহে পাইলে লাগ ॥ পৃ ৩২১, *মনসাপুরাণ* (তন্ত্রবিভূতি)

এস্থানে দুটি চিরশত্রুযুগল-নাম উল্লিখিত : 'হরিণী' (=কুরঙ্গী; হরিণ-স্ত্রীজাতি) ও 'মহাবাঘ' (=বৃহৎ ব্যাঘ্র); 'হস্তী' (=করী, গজ) ও 'সিংহ' (=মৃগেন্দ্র, কেশরী)।

(খ) নেউল মউরী আমার শিওরে প্রহরী।
পাইলে সর্পের দেখা করিবে সংহারি ॥ পৃ ৩২৫, *মনসাপুরাণ* (তন্ত্রবিভূতি)

এস্থলে দুটি চিরশত্রুযুগলের কথা একত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ দুটি চিরশত্রুযুগলের নাম : 'নেউল' (< সং.নকুল। বেজি) ও 'সর্প' (=অহি); 'মউরী' (< সং.ময়ূরী। ময়ূরস্ত্রীজাতি) ও 'সর্প' (=ভুজঙ্গ)।

স্মরণযোগ্য : 'পাণিনি'-র গ্রন্থে উল্লিখিত 'অহিনকুলিকা'-শব্দের অর্থ : সর্পনকুলের স্বভাবসিদ্ধ বৈর বা শত্রুতা। [অহিনকুল = সাপ ও বেজি]।

(গ) বিধাতা সৃজিল বেঙ্গ সর্পের আহার ॥ পৃ ৩৪৬, *মনসাপুরাণ* (তন্ত্রবিভূতি)

এখানে 'বেঙ্গ' (=ভেক) ও 'সর্প' (=ভুজঙ্গ)-এর স্থায়িশত্রুতাবিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

(১৪) *কবি হেয়াতমামুদ* (হেয়াতমামুদরচনাবলীসহ আলোচনা)-শীর্ষক গ্রন্থে কয়েকটি

চিরশত্রুযুগলের বর্ণনা রয়েছে। [কবি হেয়াত মামুদের জীবৎকাল : ১৬৮০-১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ। তাঁর রচিত কাব্যসমূহের নাম : *জঙ্গনামা*, *সর্বভেদবাণী*, *হিতজ্ঞানবাণী* এবং *আম্বিয়াবাণী*। *কবি হেয়াতমামুদ*- গ্রন্থের সম্পাদক : মযহারুল ইসলাম।]

(ক) পর্বত সম্পাশে এক বৃক্ষ উঞ্চতর।
তাতে এক সর্প থাকে খোঙ্গের[অ] ভিতর ॥
বগাবগি[আ] সেই গাছে বিস্তর আছিল।
ডালে ডালে বাসা করি সবে ডিম্ব দিল ॥
ডিম্ব হৈতে ছাও যদি হইল সভার।
ভাবিতে লাগিল বক মনের মাঝার ॥
এ বৃক্ষ সর্পের স্থান যম দরশন।
না জানি আমার ছাও খায় বা কখন ॥
সকলে করহ ভাই ইহার উপায়।
যেমন প্রকারে ভাই সর্প মারা যায় ॥ ...
সেহি কর্ম বগগণ করিল তখনি।
ভূমি হৈতে সারি করি রাখে মৎস্য আনি ॥
ঘ্রাণ পায়া নেউল আইল বৃক্ষতলে।
মৎস্য দেখি খাইতে লাগিল কুতূহলে ॥
খাইতে খাইতে মৎস্য গাছে গিয়া চড়ে।
সর্পের উপর দৃষ্ট আচম্বিতে পড়ে ॥
যুঝিতে লাগিল দোহে বিবিধ বিধানে।
নেউল খাইল সর্প মারিয়া নিদানে[ই] ॥[ঈ] পৃ ৮৬, *সর্বভেদবাণী* (হেয়াতমামুদ)

অ. খোঙ্গ = খোঁড়ল, কোটর, গর্ত। আ. বগাবগি = বগা ও বগি। বগা = বকপক্ষী। বগি = বকপক্ষিণী। ই. নিদানে = শেষে। ঈ. এ গল্পটি 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা'-র চমৎকার দৃষ্টান্ত। এ গল্প সংস্কৃত-'হিতোপদেশ' ও 'পঞ্চতন্ত্র'-গ্রন্থেও রয়েছে। স্মর্তব্য : পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের লক্ষ্য ছিল গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষাদান।

এস্থলে বর্ণিত চিরশত্রুযুগলের নাম : 'নেউল' (=বেজি) এবং 'সর্প'।

(খ) একদিন সেই মূষ দেখিয়া বিড়াল।
ছোও পাতি ধরিবার করিল আস্ফাল ॥
তাহা দেখি মুনিবর ভাবিল হৃদয়।
ইহাকে বিড়াল ধরি খাইবে নিশ্চয় ॥ ...
ভক্ত সহায় প্রভু পরম দয়াল।
মুনির বচনে মূষ করিল বিড়াল ॥ ...
পুনরপি মুনিবর ভাবিল হৃদয়।
ইহাকে কুকুর ধরি মারিব নিশ্চয় ॥
যদ্যপি কুকুর হয় এ মায়া বিড়াল।
সর্বত্রে ইহার মনে তবে হয় ভাল ॥
আরাধন করি মুনি কহে পুনর্বার।
বিড়াল কুকুর কর নাথ নৈরাকার ॥ ...

পুনরপি একদিন ভাবে মুনিবর।
এ কুকুর ব্যাঘ্র হইলে বড়ই সুন্দর ॥ ...
ভূমে শির দিয়া তবে আরাধিল মুনি।
কুকুর হইতে ব্যাঘ্র হইল তখনি ॥
দিন প্রতি বনে গিয়া মৃগ ধরি খায়।* পৃ ৮৮, *সর্বভেদবাণী* (হেয়াতমামুদ)

*সংস্কৃত-'হিতোপদেশ'-গ্রন্থের 'মুনি-মূষিক'-এর গল্পেও এ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এ গল্পের সারকথা হল : মুনির দৈবীশক্তির মতো অদৃশ্য প্রভাবের সুবাদে তুচ্ছ ইঁদুরও ক্রমে বাঘের মর্যাদার আসনে বসে, সাময়িকভাবে, সকলের সম্মান আদায় করতে পারে।

এখানে কতিপয় চিরশত্রুযুগলের নাম উল্লিখিত হয়েছে : 'মূষ' (=ইঁদুর) ও 'বিড়াল'; 'বিড়াল' ও 'কুকুর'; 'মৃগ' (=হরিণ) ও 'ব্যাঘ্র' (=শার্দূল)।

(গ) পুনরপি কহে দ্বিজ আপনার মনে।
পুষিনু বেজির ছাও অনেক যতনে ॥
তাহার নিকট আজি ছাইলাক রাখিয়া।
যাইব রায়ের বাড়ী দক্ষিণা লাগিয়া ॥ ...
খাটের সহিতে তারে বান্ধিয়া তখন।
ছাওয়াল সোয়ায়া খাটে করিল গমন ॥
দৈবের নির্বন্ধে কতক্ষণে সর্পকাল*।
খাটের উপরে আসি দংশিল ছাওাল ॥
নেউল দেখিয়া তারে দিল এক টান।
দড়ি ছিঁড়ি সর্প মারি কৈল খানখান ॥** পৃ ৯২, *সর্বভেদবাণী* (হেয়াতমামুদ)

*সর্পকাল = কালসর্প (কৃষ্ণসর্প, কেউটে সাপ)। [কবিতার অন্ত্যমিলের প্রয়োজনে এখানে 'কালসর্প'-বিশেষ্যপদটি 'সর্পকাল'-এ পরিবর্তিত হয়েছে।]

**সংস্কৃত-'হিতোপদেশ'-গ্রন্থেও এ গল্পটি রয়েছে।

এস্থানে একটি চিরশত্রুযুগলের নাম আছে : 'বেজি' (বা 'নেউল') ও 'সর্প'।

লক্ষণীয় : অভিধান-অনুযায়ী 'বেজি'-র নামান্তর : 'অহিদ্বিট্' (=সর্পদ্বেষক)।

['অহি' (=সর্প) ও 'নকুল' (=বেজি)-শব্দদ্বয় সমাসবদ্ধ হয়ে সংস্কৃত 'অহিনকুলম্'-শব্দটি তৈরি হয়েছে। 'অহি' ও 'নকুল'-এর বিরোধ শাশ্বতিক (=চিরন্তন)। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'-অনুযায়ী : সমাসবদ্ধ 'অহিনকুলম্'-শব্দটির একবচন হয়।]

(ঘ) সর্পকে –
মিনতি করিয়া বেঙ কহে ততক্ষণে।
করিনু অশেষ দোষ তোমার চরণে ॥
খাইলা সকল বেঙ আছি মাত্র আমি।
নাহিক উপায় আর যে করহে তুমি ॥ ...
বেঙের বচনে সর্প দয়া উপজিল।
মস্তক হইতে তারে ভূমিতে ফেলিল ॥

লেঙ্গুড়ের বাড়ী মারে পৃষ্ঠের উপর।
কহিতে লাগিল ওরে শুনহে বর্বর ॥
বৈরীর বচন মনে না কর প্রত্যয়।
কদাচ না মানি যদি ব্রহ্মা হয়া কয় ॥ পৃ ৯৯, *সর্বভেদবাণী* (হেয়াতমামুদ)

এক্ষেত্রে উল্লিখিত চিরশক্রযুগলের নাম : 'বেঙ' (=ভেক) ও 'সর্প' (=অহি)।

(ঙ) সেহি কর্ম নুহু নবী করে দড়বড়।
নাক দিয়া বাহিরায় বিল্লি এক জোড় ॥
মূষ ধরিবার তরে বিড়াল চলিল।
ইন্দুরের বাঘ তাকে খোদায় সৃজিল ॥
বিড়াল দেখিয়া মূষা হইল চমকিত।
নিশব্দে লুকায়া থাকে যায়া ভিতাভিত ॥ পৃ ৬৬, *আম্বিয়াবাণী* (হেয়াতমামুদ)

এস্থলে বর্ণিত চিরশক্রযুগলের নাম : 'মূষ' ('মূষা') [=ইঁদুর] ও 'বিল্লি' [সং. বিড়ালী (বিড়াল-স্ত্রীজাতি); হি.বিল্লী] কিংবা 'ইন্দুর' (=মূষিক) ও 'বিড়াল' (=মার্জার)।

['মার্জার' (=বিড়াল) ও 'মূষক' (=ইঁদুর)-শব্দদ্বয় সমাসবদ্ধ হয়ে সংস্কৃত 'মার্জারমূষকম্'-শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'মার্জার' ও 'মূষক'-এর বিরোধ শাশ্বতিক (=নিত্য)। পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী*-অনুসারে : সমাসবদ্ধ 'মার্জারমূষকম্'-শব্দটির একবচন হয়।]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয় : 'বিড়াল'-এর উপাধি 'ইন্দুরের বাঘ'।

(১৫) মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতান-রচিত *নবীবংশ*-১ম খণ্ড-কাব্যে কিছু চিরশক্রযুগলের নাম আছে। (*নবীবংশ*-১ম খণ্ড-কাব্যের সম্পাদক : আহমদ শরীফ।)

(ক) আদম পড়িল সরন্দ্বীপের উপর
বিবি হাওয়া পড়িলেন্ত জেদ্দার ভিতর।
কুফা মধ্যে পড়ি যেন রহিল সাপিনী
সমুদ্রের কূলেত যে পড়িল শিখিনী।
দুরাচার ইব্লিস পড়িল ইস্পাহানে
নারকী হইল পাপী পাপের কারণে।
চারিজনে নিরঞ্জন আজ্ঞা না মানিল
তে কারণে স্বর্গ হোন্তে নিকালি পেলিল।
প্রথমে ইব্লিস পাপী দ্বিতীএ সাপিনী
তৃতীএ আদম-হাওয়া চতুর্থে শিখিনী।
এই চারিজন মধ্যে রিপুভাব হৈল
পুনরপি প্রীতিভাবে না হৈল মেল।
এহার তনয় যথ হএ পৃথিবীত
রিপুভাবে দ্বন্দ্ব করে প্রতিনিত। পৃ ৮৫, *নবীবংশ*-১ম খণ্ড (সৈয়দ সুলতান)

এখানে বর্ণিত চিরশক্রযুগলের নাম হল : 'সাপিনী' (=সর্পস্ত্রীজাতি) ও 'শিখিনী' (=ময়ূর-স্ত্রীজাতি)।

উল্লেখ্য : 'ময়ূর'-শব্দের অর্থ : 'সর্পহিংসক'।

(খ) রতিরস ভুঞ্জিতে চলিলা বরসিয়া
অঙ্গের বসন সব রাখিলা কাড়িয়া। ...
হুতাশন মূর্তি হৈলা যেন দিগম্বর
প্রবেশ করিলা গিয়া গৃহের ভিতর।
তাহাকে দেখিয়া নারী হৈলা হাহাক্কার
মনে হৈল ব্যাঘ্র মোরে আইল খাইবার।
গরুড়ে ধরিতে নাগ চলি গেল আশ
যেহেন পবনাশে কৈল মউরে গরাস।
সিংহের তরাসে হএ কম্পমান করী
মত্ত হই যেহেন হরিরে ধরে হরি। পৃ ২৭৩-২৭৪, *নবীবংশ*-১ম খণ্ড (সৈয়দ সুলতান)

এস্থলে উল্লিখিত চিরশত্রুযুগলসমূহের নাম : 'গরুড়' (=পক্ষিরাজ) ও 'নাগ' (=সাপ); 'পবনাশ' (=সর্প) ও 'মউর' (=ময়ূর, শিখী); 'সিংহ' (=কেশরী) ও 'করী' (=হস্তী); 'হরি' (=ভেক) ও 'হরি' (=সর্প)।

(গ) মৃগে যদি সিংহের সহিতে করে রণ
নিশ্চএ জানিঅ বাপ আপনা নিধন।
সর্পে যদি গরুড় সহিতে করে বাদ
নিশ্চএ জানিঅ বাপ আপনা প্রমাদ। পৃ ২০৫, *নবীবংশ*-১ম খণ্ড (সৈয়দ সুলতান)

এস্থানে বিবৃত চিরশত্রুযুগলসমূহের নাম : 'মৃগ' (=হরিণ) ও 'সিংহ' (=কেশরী); 'সর্প' (=ফণী) ও 'গরুড়' (=পক্ষিরাজ)।

(ঘ) অতি ক্রোধে অনুস বাড়াএ দুনা করি
কুরঙ্গ ধরিতে যেন ধাইল কেশরী। পৃ ২২৪, *নবীবংশ*-১ম খণ্ড (সৈয়দ সুলতান)

এখানে বর্ণিত চিরশত্রুযুগলের নাম : 'কুরঙ্গ' (=মৃগ) ও 'কেশরী' (=সিংহ)।

(ঙ) তবে যদি গুরুক করিল অল্পজ্ঞান
গুরুত বিমুখ হৈলে ভঙ্গ হএ ধ্যান। ...
যদি বা ধ্যানে বসি রহে কদাচিত
যে কিছু শুনিল ধ্যানে না হএ বিদিত।
সিদ্ধি ব্যর্থ হইবারে সন্দেহ অঙ্কুর
সাপ যেন ডংশিবারে চাহএ মউর। পৃ ২৫৯-২৬০, *নবীবংশ*-১ম খণ্ড (সৈয়দ সুলতান)

এস্থলে উল্লিখিত চিরশত্রুযুগলের নাম : 'সাপ' (=ভুজঙ্গ) ও 'মউর' (=ময়ূর, শিখী)।

(১৬) মধ্যযুগের কবি বৃন্দাবন দাস-রচিত *চৈতন্যভাগবত*-কাব্যে কতিপয় চিরশত্রুযুগলের নাম পাওয়া যাচ্ছে। (এ কাব্যের সম্পাদক : মৃণালকান্তি ঘোষ।)

(ক) সর্বলোক চূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিয়া যথা কাজির নগর ॥
কোটি কোটি হরিধ্বনি মহা কোলাহল।

স্বর্গমর্ত্য পাতালাদি পূরিল সকল ॥
শুনিয়া কম্পিত কাজিগণ সবে ধায়।
সর্প ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায় ॥ পৃ ২৭৬, *চৈতন্যভাগবত* (বৃন্দাবন দাস)

এখানে দুটি চিরশত্রুযুগলের নামোল্লেখ রয়েছে : 'সর্প' ও 'ভেক' (=বেঙ); 'সর্প' ও 'ইন্দুর' (=মূষিক)।

(১৭) *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী*-বইয়ে আছে মধ্যযুগের কবি কৃষ্ণরাম দাস-রচিত পাঁচটি বাংলাকাব্য : *কালিকামঙ্গল*, *ষষ্ঠীমঙ্গল*, *রায়মঙ্গল*, *শীতলামঙ্গল* ও *কমলামঙ্গল*। (এই বইয়ের সম্পাদক : সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য)। *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী*-তে কয়েকটি চিরশত্রুযুগলের বিবরণ রয়েছে।

(ক) ভক্ষকে ভক্ষকে চরে কেহ কারে নাহি ধরে
এমতি যে মায়ায় মোহিত ॥
সমুখে বিরাকাপি একশত নর দেখি
কুম্ভীর কেশরী দোঁহে মেলা।
দন্তপুরে রহে ফণী মস্তকে জ্বলে মণি
ময়ূর সহিত করে খেলা ॥
পৃ ২৭২, *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী* ('শীতলামঙ্গল')

এস্থলে বর্ণিত চিরশত্রুযুগলের নাম : 'ফণী' (=সর্প) ও 'ময়ূর' (=শিখী)। এ-চিরশত্রুযুগলের অসাধারণত্ব হল : বিশেষ পরিস্থিতিতে এরা, শত্রুতা ভুলে, একের সঙ্গে অপরে স্বাভাবিক আচরণ করেছিল।

(খ) কৃষ্ণরামের *শীতলামঙ্গল*-কাব্যসূত্রে জানা যাচ্ছে : মায়াদহে চার চিরশত্রুযুগলের সহাবস্থান দেখে হৃষীকেশ 'সাধু' (=বণিক্) বিস্মিত হয়েছিলেন।

মায়াদহ মাঝে দেখিলেম যত।
এক বদনেতে কহিব কত ॥
দিব্য পুরমাঝে বসতি তথা।
অতি অপরূপ এই সে কথা ॥
মূষিক বিড়ালে হইল মেলা।
মউর সর্পের দেখিলাম খেলা ॥
ঘোড়ায় মহিষে মানুষ বাঘে।
খেলা করে ফেরে সবার আগে ॥ পৃ ২৭৪, *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী* ('শীতলামঙ্গল')

এখানে উল্লিখিত চিরশত্রুযুগলসমূহের নাম : 'মূষিক' (=ইঁদুর) ও 'বিড়াল' (=মার্জার); 'মউর' (=ময়ূর; কলাপী) ও 'সর্প' (=ভুজঙ্গ); 'ঘোড়া' (=অশ্ব) ও 'মহিষ' (=গবাদিজাতীয় পশুবিশেষ); 'মানুষ' (=মানব) ও 'বাঘ' (=শার্দূল)।

লক্ষণীয় : ভিন্ন অবস্থায় এসব চিরশত্রুযুগল পরস্পরের প্রতি মিত্রসুলভ সদ্ভাব প্রদর্শন করেছে।

(১৮) ভবানীপ্রসাদ রায়-রচিত *দুর্গামঙ্গল* একখানি পুরোনো বাংলাকাব্য। (কাব্যটির সম্পাদক : ব্যোমকেশ মুস্তফী।) এই কাব্যে চিরশক্রযুগলেরও বিবরণ মেলে :

(ক) দেখিয়া দেবীর রূপ মোহিত হইলা।
স্থির হইয়া ধূম্রলোচন কহিতে লাগিলা॥
ডাক দিয়া বোলে দৈত্য শুন হে অবলা।
মৃগ হইয়া কর কেনে সিংহ সঙ্গে খেলা* ॥ পৃ ১৪০, *দুর্গামঙ্গল* (ভবানীপ্রসাদ রায়)

*সংশ্লিষ্ট কাব্যের অপর পুথিতে এ চরণটির পাঠান্তর :

শিশু হৈয়া কর যেন সর্প সঙ্গে খেলা ॥ পৃ ১৪০, *দুর্গামঙ্গল* (ভবানীপ্রসাদ রায়)

এস্থলে বিবৃত চিরশক্রযুগলের নাম : 'মৃগ' (=হরিণ) ও 'সিংহ'। (উল্লিখিত 'পাঠান্তর'-এর ক্ষেত্রে, চিরশক্রযুগলরূপে, 'শিশু' ও 'সর্প'-এর নাম রয়েছে।)

(১৯) ১৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *অভয়ামঙ্গল*-কাব্যে কয়েকটি চিরশক্রযুগলের নাম বর্ণিত হয়েছে। (*অভয়ামঙ্গল*-কাব্যের রচয়িতা দ্বিজ রামদেব। কাব্যটির সম্পাদক : আশুতোষ দাস।)

(ক) ভ্রমিতে ভ্রমিলা শক্র* অখিল ভুবন।
প্রণাম করিতে চলে গুরুর সদন॥
করিরাজ** আনিলেক সম্ভ্রমে লোটাইয়া।
গুরুর আশ্রমে গেলা পদরথী হৈয়া॥
চারিবেদ কণ্ঠে যার জ্ঞানে নাই অন্ত।
তাহান আশ্রমে ছিল চারি মতিমন্ত॥
নানান অপূর্ব দেখি শক্রমন ভোলে।
কুরঙ্গিণী নিদ্রা যাএ শার্দূলের কোলে॥ ...
তিলমাত্র ভয় তান আশ্রমেতে নাই।
শিখিরাজ অঙ্গে ভোগী খেলে এক ঠাই॥ পৃ ২২-২৩, *অভয়ামঙ্গল* (দ্বিজ রামদেব)

*শক্র = দেবরাজ ইন্দ্র। **করিরাজ = সেরা হাতি; গজরাজ; ঐরাবত। করীদের রাজা, ৬ষ্ঠীতৎ।

এখানে, স্বতন্ত্র পটভূমিতে, দুটি চিরশক্রযুগলের সহাবস্থানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এ দুটি চিরশক্রযুগল হচ্ছে : 'কুরঙ্গিণী' (=হরিণজাতি-স্ত্রী) ও 'শার্দূল' (=ব্যাঘ্র); 'শিখিরাজ' (=সেরা ময়ূর) ও 'ভোগী' (=সাপ)।

(খ) পারাবত হারাইআ সাধুর নন্দন।
বিস্মিত হইআ সাধু[ক] বসিলা তখন॥
খেনে খেনে গগনে নেহরে[খ] ঘন ঘন।
খেনে খেনে তরুতলে বৈসে হইআ বিমন॥
কলরবে সাচানে নিল গেল কোন ঠাই।
হারাইলুম হিরণ্য[গ] কৈতর হাসিব রাঘাই[ঘ] ॥ পৃ ১২২, *অভয়ামঙ্গল* (দ্বিজ রামদেব)

ক. সাধু = বণিক্, সওদাগর। খ. নেহরে = নিরীক্ষণ করে, লক্ষ করে। গ. হিরণ্য = স্বর্ণনির্মিত; সুবর্ণময়। ঘ. রাঘাই = রাঘবদত্ত বণিকের নামান্তর।

এস্থলে উল্লিখিত চিরশত্রুযুগল হচ্ছে : 'সাচান' (=বাজপাখি) ও 'কৈতর' (=কপোত, পারাবত)।

(গ) আরে বিধি কান্দে লক্ষপতির নন্দিনী।
শার্দূল হস্তেতে যেন কাতর হরিণী ॥ ধু ॥
শুই ঢেকিশালা ঘরে কম্পিত সতার* ডরে
যেন শার্দূল পাএ কুরঙ্গিণী।
প্রাণনাথ সাধুমণি ঢেকিশালে** অভাগিনী
রূপবেশ ভাল নাই মানি ॥ পৃ ১৫৬, *অভয়ামঙ্গল* (দ্বিজ রামদেব)

*সতা = সতীন। [সং.সপত্নী]। **ঢেকিশাল = ঢেঁকির ঘর। ঢেকি = ধান্যাদি ভানার কাষ্ঠযন্ত্রবিশেষ।

এস্থানে বর্ণিত চিরশত্রুযুগল হচ্ছে : 'শার্দূল' (=বাঘ) ও 'হরিণী' (=হরিণজাতি-স্ত্রী) অথবা 'কুরঙ্গিণী' (=হরিণী)।

(ঘ) লহনা বোলে বেটি আমি মায়া[ক] করি।
এ বলিয়া খুলনারে পেলাএ[খ] চুল ধরি ॥
লহনাএ ধরে চুলে কম্পিত কামিনী।
সাচানে ধরিছে যেন কপোত পাখিনী[গ] ॥ পৃ ১৫৪, *অভয়ামঙ্গল* (দ্বিজ রামদেব)

ক. মায়া = শাঠ্য, ধূর্ততা, কাপট্য। [সং.]। খ. পেলাএ = প্রেরণ করে; নিক্ষেপ করে; ফেলে; পাতিত করে। সকর্মক বাংলাধাতু 'পেলা'-যোগে গঠিত ক্রিয়াপদ এটি। [সং. প্র+√ঈরি (প্রেরয়্) > প্রা. √পেল্ল (পৈ) > বাং. পেলা।] গ. পাখিনী = পক্ষিজাতি-স্ত্রী, বিহগী, পক্ষিণী। [পাখী + ইনী]। খ্রিষ্টীয় পনের শতকে রচিত বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ*-এ 'পাখিনী'-শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

এখানে উল্লিখিত চিরশত্রুযুগলের নাম : 'সাচান' (=বাজপাখি) ও 'কপোত' (=পায়রা)।

(ঙ) দেবী ছাড়িয়া নিজপুরী কালিদএ অবতরি
কতুকে[ক] সেবক ছলিবার।
নানান অপূর্ব তাহে সৃজিল জগতমাএ
অপরূপ রসের পসার[খ] ॥
কেশরী সহিতে করী খেলে একমেলি[গ]
অজা ফেরু সঘনে লরাএ[ঘ]।
মূষিকে মার্জার মারি ভেকে গিলে পবনারি
দ্বিপ কোলে কুরঙ্গ ঘুমাএ ॥
সাচান সহিতে শুক তিলেক না গণে দুঃখ
নক্র নর বৈসে এক ঠাই।
কাক কোকিল ধ্বনি[ঙ] শিখিরাজ শিরোমণি[চ]
তাহা দেখি ভুলিল ছিরাএ[ছ] ॥

গন্ধর্বে পঞ্চম[জ] গাহে বিদ্যাধরী নাচে তাহে
যেন দেখি বিজুলি বাজার[ঝ]।
অপূর্ব দেখিয়া অতি বোলিলেক ছিয়পতি[ঞ]
তরণী রাখহ কর্ণধার ॥ পৃ ৩৩৬-৩৩৭, *অভয়ামঙ্গল* (দ্বিজ রামদেব)

ক. কতুকে = হর্ষে, আনন্দে। [সং.কৌতুক+এ]। খ. পসার = পণ্যসম্ভার। [সং.পণ্যশালা]। গ. একমেলি = একত্র মিলিত; সমবেত। [এক+মেলি]। ঘ. লরাএ = স্পন্দিত করে; নড়ায়। ঙ. ধ্বনি = মূলত শব্দটি হবে 'ধনি'। 'ধনি'-অর্থ : ধন্য, প্রশংসনীয়, ভাগ্যবান্। [সং. ধন্য > প্রা. ধনিঅ > বাং.ধনি।] চ. শিরোমণি = শিরোরত্ন, চূড়ামণি; শিরোমণিতূল্য প্রিয়। (এখানে) শব্দটি 'শিরোমণিতুল্য প্রিয়'-অর্থব্যঞ্জক। মধ্যযুগের 'বাইশকবি মনসা'-কাব্যে আছে : 'আমি ছার অভাগিনী, ত্যজি গেল শিরোমণি' (পৃ ৭৬)। ছ. ছিরাএ = ধনপতি সওদাগরের পুত্র 'শ্রীমন্ত'। [শ্রীমন্ত > ছিরিমন্ত > ছিরি, ছিরা + এ।] জ. পঞ্চম = স্বরসপ্তকের পঞ্চম স্বর 'পা'; কোকিলকূজিতানুকারী স্বরবিশেষ। [সং. পঞ্চম্ + ম(মট্)]। (নাভি বক্ষঃ হৃদয় কণ্ঠ মূর্ধা— এই পাঁচ স্থানে এই স্বর বিচরণ করে এবং পঞ্চম স্থানপ্রাপ্তি হেতু 'পঞ্চম' কথিত হয়।) ঝ. বাজার = ক্রয়বিক্রয় স্থান; যেখানে অনেক দোকান ও বেচাকেনা হয়, গঞ্জ। [ফা. বাজার্]। ঞ. ছিয়পতি = ধনপতি সওদাগরপুত্র 'শ্রীমন্ত'-এর নামান্তর : 'শ্রীপতি'। 'শ্রীপতি'-র পরিবর্তিত রূপ : 'ছিয়পতি'। ('শ্রীপতি'-র মূল অর্থ : লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু।)

এস্থলে, পৃথক্ পরিস্থিতিতে, চিরশত্রুযুগলসমূহের একত্র অবস্থিতিসম্পর্কিত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এসব চিরশত্রুযুগলের নাম হচ্ছে : 'কেশরী' (=সিংহ) ও 'করী' (=হস্তী); 'অজা' (=ছাগ) ও 'ফেরু' (=শৃগাল); 'মূষিক' (=ইঁদুর) ও 'মার্জার' (=বিড়াল); 'ভেক' (=বেঙ) ও 'পবনারি' (=সর্প; পবনভক্ষ বা বায়ুভোজী); 'দ্বিপ' (=মহাব্যাঘ্র; সং. দ্বীপী) ও 'কুরঙ্গ' (=হরিণ; তামাটে রঙের হরিণবিশেষ); 'সাচান' (=বাজপাখি; সং.সঞ্চান) ও 'শুক' (=টিয়া, তোতা); 'নক্র' (=কুমীর) ও 'নর' (=মানুষ); 'কাক' (=বায়স) ও 'কোকিল' (=পিক); 'কাক' (=বায়স) ও 'শিখিরাজ' (=শ্রেষ্ঠ ময়ূর); 'কোকিল' (=সুকণ্ঠ পক্ষিবিশেষ) ও 'শিখিরাজ' (=সেরা ময়ূর)।

(চ) রুষিল দানব সৈন্য বাধা নাহি আর।
কাহার উপর করে প্রবল প্রহার ॥
ঘোর অন্ধকার হৈল না দেখি শরীর।
পলাএ যমের সৈন্য কেহ নহে স্থির ॥
এহা দেখি ধর্মরাজে* অতি কোপে জ্বলে।
সিংহ যেন গজরাজে যাএ কোপভরে ॥ পৃ ৪০৭, *অভয়ামঙ্গল* (দ্বিজ রামদেব)

*ধর্মরাজ = যম, শমন। [ধর্মের (=বিচারের) রাজা, ৬ষ্ঠী তৎ + টচ্ সমাসান্ত।]

এখানে উল্লিখিত চিরশত্রুযুগল হচ্ছে : 'সিংহ' (=পশুরাজ) ও 'গজরাজ' (=শ্রেষ্ঠহস্তী)।

স্মরণীয় : সংস্কৃত ভাষায় 'করিদারক' বলে একটি শব্দ আছে। এর অর্থ : 'হস্তিনাশক', সিংহ।

(২০) *আবদুল হাকিমরচনাবলী*-শীর্ষক গ্রন্থে কতিপয় চিরশত্রুযুগলের বিবরণ মেলে। [কবি আবদুল হাকিমের জীবৎকাল : ১৬০১ থেকে ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দ। তাঁর রচিত কাব্যসমূহের নাম : *ইউসুফজলিখা*, *লালমোতি সয়ফুলমুল্‌ক*, *দুররে মজলিস* এবং *নূরনামা*। *আবদুল হাকিমরচনাবলী*-গ্রন্থের সম্পাদক : রাজিয়া সুলতানা।]

(ক) কামভাবে উন্মত্ত ধীবর দুর্মতি।
দ্বার মেলিবারে চাহে মত্ত হই অতি ॥
তা দেখিয়া নৃপসুতা অতি ক্রোধমন।
হস্তে কাতি* দ্বারে কন্যা হানে ঘন ঘন ॥
কন্যাএ কহিল শুন চণ্ডাল বর্বর।
না দেখিলি পতি মোর দেব পুরন্দর ॥ ...
কন্যার বচনে ভয় গুনিআ ধীবর।
প্রাণভয়ে কম্পমান হৈল থরথর ॥ ...
মৃত্যুভয় গুনি কামরসে দিল ভঙ্গ।
কেশরী দর্শনে যেন পলায় কুরঙ্গ ॥
পৃ ১৭৫-১৭৬, *লালমোতি সয়ফুলমুলক* (আবদুল হাকিম)

*কাতি = খড়্গ, তরবারি, অসি। [সং. কর্ত্রিকা > প্রা. কত্তিয়া > বাং. কাতি।]

এস্থানে বর্ণিত চিরশত্রুযুগল হচ্ছে : 'কেশরী' (=সিংহ) ও 'কুরঙ্গ' (=হরিণ)।

(খ) কি বুদ্ধি করিলুঁ আহ্মি কোন্ দেশে যাই।
নৃপতি এমরান ভয় কিরূপে এড়াই ॥
নয়ানে না দেখি পন্থ যাইতে কারণ।
না জানি নির্বন্ধে মোর কি আছে লিখন ॥
পরিণামে ভালমন্দ মনে না গুনিলুঁ।
কুরঙ্গ গোঠেতে যেহ্ন ব্যাঘ্র আনি দিলুঁ ॥
সখী সব সনে বালা অন্তস্পুরী মাঝ।
পক্ষী ঝাঁক মধ্যে যেহ্ন ক্ষেপি দিলুঁ বাজ ॥
অনলের কুণ্ডে যেহ্ন ঘৃত দিলুঁ ঢালি।
দুগ্ধের রক্ষিক[ক] দিলুঁ ভুখিল[খ] বিড়ালী ॥
পৃ ২১৫, *লালমোতি সয়ফুলমুলক* (আবদুল হাকিম)

ক. রক্ষিক = রক্ষী, পালক, রক্ষক, রক্ষাকারক। [সং. রক্ষিন্ + ক(কন্) স্বার্থে।] খ. ভুখিল = ক্ষুধিত। [ভুখ (<সং. বুভুক্ষা) + ইল।]

এখানে উল্লিখিত দুটি চিরশত্রুযুগল হচ্ছে : 'কুরঙ্গ' (=হরিণ) ও 'ব্যাঘ্র' (=শার্দূল); 'পক্ষী' (=ঘুঘুপক্ষী) ও 'বাজ' (=সয়চান)*।

*রামদাস আদকপ্রণীত *অনাদিমঙ্গল*-কাব্যে 'সয়চান' (=বাজপাখি) ও 'ঘুঘুপক্ষী'-চিরশত্রুযুগলের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

(গ) কুমার আটোপ* দেখি নৃপতি এমরান।
যমের দর্শনে দেহ হয় কম্পমান ॥

সিংহের দর্শনে ছাড়ে মাতঙ্গের প্রাণ।
অস্থির অশ্বের দর্পে নৃপতি এমরান ॥
পৃ ২৩৫, *লালমোতি সয়ফুলমুলক* (আবদুল হাকিম)

*আটোপ = গর্ব, দর্প; ক্রোধ [সং.]।

এস্থলে বর্ণিত চিরশত্রুযুগল হচ্ছে : 'সিংহ' (=কেশরী) ও 'মাতঙ্গ' (=হস্তী)।

(ঘ) খোওাজে[ক] কুমার প্রতি কহিলা বচন।
দেখ বাপু তোহ্মা ভয়ে কম্পিত এমরান ॥ ...
সিংহাসনে কাঁপে নৃপ সচকিত মন।
যেহ্ন কুরঙ্গে হেরে ব্যাঘ্র ঘন ঘন ॥
শমন[খ] দর্শনে পক্ষী যেহেন ফাঁপর।
তোহ্মা ভয়ে এমরান কম্পিত কলেবর ॥
পৃ ২৩৫, *লালমোতি সয়ফুলমুলক* (আবদুল হাকিম)

ক. খোওাজ = পূর্ণনাম : খোয়াজ খিজির। খোয়াজ খিজির একজন 'সাধুপুরুষ' কিংবা 'দৈববার্তাঘোষণাকারী' (=নবী)-র নাম। তিনি 'জীবনবারি' (=আব্-ই-হায়াত) আবিষ্কার করেছিলেন এবং তা পান করে অমর হয়েছিলেন বলে কথিত হয়। ('খিজির'-সম্পর্কে কুরআন শরীফে বর্ণনা আছে।) পাকভারত ও বাংলাদেশে তিনি দরিয়ার পীর-'খোয়াজখিজির'-নামে পরিচিত; তিনি মাছের পিঠে সমাসীন থাকেন। [ফা. 'খোওয়াজ' (=প্রভু; শিক্ষক); ফা. খিজ্র্ (=সবুজ)]।

খ. শমন = যম, কৃতান্ত; উন্মুলয়িতা; (এখানে) ব্যাধ, শিকারী।

এ-উদ্ধৃতিতে একটি চিরশত্রুযুগলের নাম রয়েছে : 'কুরঙ্গ' (=মৃগ) ও 'ব্যাঘ্র' (=শার্দূল)।

(ঙ) নিশাচর নাম শুনি গুনি অপমান।
কুপিত জুলকর্ণ সুত কৃতান্ত সমান ॥
ভুবন বিখ্যাত বীর শাহার সন্ততি।
মাতঙ্গ সৌরভ পায় যেহ্ন পশুপতি* ॥
ক্রোধে চতুর্গুণ বল আপনা পাসরি।
গ্রাসিতে মাতঙ্গ যেহ্ন চলিল কেশরী ॥
নিজ দন্তে ভাঙ্গিবারে সুমেরু পর্বত।
মহাকোপে চলে যেহ্ন মত্ত ঐরাবত ॥
পৃ ২৭৪-২৭৫, *লালমোতি সয়ফুলমুলক* (আবদুল হাকিম)

*পশুপতি = শিব; পশুস্বামী; (এখানে) সিংহ। [পশুপতি (=সিংহ) : পশুদের 'পতি' (=রাজা), ৬ষ্ঠী তৎ]।

এ উদ্ধৃতিস্থলে একটি চিরশত্রুযুগলের নাম মিলছে :

'মাতঙ্গ' (=হাতি) ও 'পশুপতি' (=সিংহ) অথবা 'কেশরী' (=মৃগেন্দ্র)।

(চ) প্রভুর পরম মিত্র শাহা সিকান্দর।
সপ্তদ্বীপে এক বর্তে[অ] জগৎ ঈশ্বর ॥
পৃথিম্বীত হেন বীর্য ধরে কোন্ জন।
যুদ্ধ সাজে [সাজি] শাহা সনে করে রণ ॥...
সিংহের অগ্রেতে আশু কোথাতে কুরঙ্গ।
ব্যাঘ্র আগে স্থির রহে কোথাতে ভুজঙ্গ ॥
বরুণ অগ্রেতে কোথা অনলের দর্প।
আস্ফালে[আ] গরুড় আগে কোথা হেন সর্প ॥
পৃ ৩০২, *লালমোতি সয়ফুলমুলক* (আবদুল হাকিম)

অ. বর্তে = অবস্থিতি করে, থাকে; প্রাণধারণ করে, বাঁচে। অকর্মক বাংলাধাতু 'বর্ত'-যোগে গঠিত ক্রিয়াপদ এটি। মধ্যযুগের *ভক্তমালগ্রন্থ*-এ এবং *চৈতন্যচরিতামৃত*-কাব্যে এরূপ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ রয়েছে। [সং. √বৃৎ–বর্তন > বর্ত]।

আ. আস্ফালে = আস্ফালন করে, স্পর্ধা করে। অকর্মক বাংলাধাতু 'আস্ফাল'-যোগে গঠিত ক্রিয়াপদ এটি। মধ্যযুগের বিজয়পণ্ডিতের *মহাভারতে* এবং *চণ্ডিকাবিজয়*-কাব্যে এরকম ক্রিয়াপদের ব্যবহার রয়েছে। অকর্মক 'আস্ফাল'-ধাতু গঠিত হয়েছে এভাবে : সং. আ+স্ফালি।

পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে দুটি চিরশত্রুযুগলের নাম আছে : 'সিংহ' (=পশুরাজ) ও 'কুরঙ্গ' (=হরিণ); 'গরুড়' (=পক্ষিরাজ) ও 'সর্প' (=ফণী)।

(ছ) তবে মহাক্রোধে গিয়া মশরিকের নাথ[অ]।
প্রহারিল রাক্ষসের মুখে বজ্রাঘাত ॥
কুমারের পদাঘাত বজ্র সমসর।
খাইয়া মর্মান্ত ঘাও উঠে নিশাচর ॥
গর্জিয়া কহেন্ত বাক্য কুপিত অন্তর।
শুনহ মনুষ্য জাতি ক্ষুদ্র কলেবর ॥
কোন্ গর্বে আসিয়াছ পাতাল নগরে[আ]।
কোথায় কুরঙ্গ দর্প ব্যাঘ্রের গোচরে ॥
পৃ ২৭৯, *লালমোতি সয়ফুলমুলক* (আবদুল হাকিম)

অ. মশরিকের নাথ = পূর্বদেশের রাজা বা প্রাচ্যের অধিপতি। মশরিক = পূর্বদেশ বা প্রাচ্য। [আ.]। নাথ = প্রভু, রাজা, অধিপতি। [সং.]। আ. পাতাল নগর = ভূগর্ভস্থ শহর। পাতাল = পুরাণোক্ত ত্রিভুবনের সর্বনিম্নস্থ ভুবন; পৃথিবীর অধোদেশস্থ ভুবন; ভূগর্ভ। [সং.]। নগর = শহর, বড় শহর। [সং. নগ+র (আছে অর্থে)]।

এ উদ্ধৃতিতে একটি চিরশত্রুযুগলের উল্লেখ রয়েছে : 'কুরঙ্গ' (=হরিণ) ও 'ব্যাঘ্র' (=শার্দূল)।

(২১) রাধামাধব দত্ত-প্রণীত *মনসাপাঁচালি* খ্রিষ্টীয় আঠার শতকের বাংলাকাব্য। (কাব্যটির সম্পাদক : অমলেন্দু ভট্টাচার্য।) এই কাব্যে একটি চিরশত্রুযুগলের উল্লেখ রয়েছে :

(ক) ভয়াতুর পসুপতি দেখী হাশি২ সতি
না জাইয় ২ সন্দ করে।
তবো ধর্য্য নহে হর দশ দীগে দেএ লড়
জেন মৃগ শিংহিনি গোচরে ॥ পৃ ৩৪, *মনসাপাঁচালি* (রাধামাধব দত্ত)

এস্থানে বর্ণিত চিরশত্রুযুগলের নাম হচ্ছে : 'মৃগ' (=হরিণ) ও 'শিংহিনি' (=সিংহিনী; সিংহস্ত্রীজাতি)।

● অতঃপর বলা যায় : পূর্বোক্ত কাব্যসমূহে প্রাপ্ত চিরশত্রুযুগলগুলোর সংখ্যা : একত্রে একুশটি। এসব চিরশত্রুযুগল হচ্ছে : সিংহ ও হাতি; সিংহ ও হরিণ; ঘোড়া ও মহিষ; বাঘ ও মহিষ; বাঘ ও হরিণ; নক্র ও নর; অজা ও ফেরু; বিড়াল ও কুকুর; বিড়াল ও ইঁদুর; বেজি ও সাপ; সাপ ও ইঁদুর; ময়ূর ও সাপ; গরুড় ও সাপ; বাজপাখি ও টিয়া; বাজপাখি ও ঘুঘু; বাজপাখি ও পায়রা; কাক ও ময়ূর; কাক ও কোকিল; কোকিল ও ময়ূর; সাপ ও বেঙ; পেঁচা ও কাক।

[তিন] কথাশেষ

ইতঃপূর্বে পুরোনো বাংলা সাহিত্যের কিছুসংখ্যক কবির কাব্য থেকে প্রাণিজগতের কতিপয় চিরশত্রুযুগলের দৃষ্টান্ত উৎকলিত হয়েছে। লক্ষণীয় : সংশ্লিষ্ট কবিগণ, বিভিন্ন কালে, বাংলার নানাস্থানে অবস্থান করে কাব্যচর্চা করেছেন।[৭] এতৎসত্ত্বেও তাঁদের কাব্যে, চিরশত্রু-যুগলসম্পর্কিত ধারণায়, ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়।[৮] বিষয়টির অন্তর্ভূত রহস্য উন্মোচনে অধিকতর বিবেচনার অবকাশ রয়েছে।

সেকালের সাধারণ বাঙালির কাছে 'ভবন'৯-এর বাইরের 'ভুবন' ছিল অজ্ঞাত। স্বল্প-চাহিদাবিশিষ্ট সাধারণ মানুষ গ্রামীণ জীবনেই স্বনির্ভরভাবে চলতে পারত। যান্ত্রিক যানবাহনের অভাবহেতু তখনও দেশের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ঘোচে নি। সেজন্য বাংলার নানা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সহজসম্পর্ক তৈরি হওয়া অসুবিধাজনক ছিল। যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা ছিল না বলে অভিন্ন শাস্ত্রবিধিনিয়ন্ত্রিত সমাজের মধ্যেও, অঞ্চলভেদে, সমাজ-সংস্কার-আচার-সংস্কৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকত। তবে বহুমুখী মানসশিকড় দিয়ে বাঙালি, যুগযুগ ধরে, জীবনরস আহরণ করেছে। ফলে তার মন ও মননের পরতে পরতে, সহস্রবর্ষপরিসরে, সঞ্চিত হয়েছিল বিচিত্র ও বহুমূল্য মানসসম্পদ। অধিকন্তু, পুরোনো বাংলাসাহিত্যে, বাঙালির বিশ্বাসসংস্কার-আদর্শঅভিপ্রায়ঘটিত বিবিধ ভাবচিন্তার সমন্বয়ও ঘটেছিল।১০

তথ্যপঞ্জি

১. 'মধ্যযুগে জাতিবৈর ও তার স্বরূপ'-বিষয়ক আলোচনায় আহমদ শরীফ বলেন :
"শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, দেশজাতবর্ণ ও শ্রেণীর ক্ষেত্রেও দলীয় দ্বন্দ্ব-কোন্দল কম হয় নি বা হয় না। একালে আমরা ভৌগোলিক ভারতবর্ষে বিধর্মী-বিদ্বেষতো বটেই, সে-সঙ্গে জাতবর্ণশ্রেণীবিদ্বেষও প্রবল দেখছি। আফ্রিকায় দেখছি, আদিম গোত্রদ্বেষণা ও বর্ণভেদ, আমেরিকায়ও রয়েছে বর্ণভেদ, অন্যান্য দেশেও ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রচেতনা আজও অবিলুপ্ত।"
পৃ ৬৯, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, আহমদ শরীফ (সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০ খ্রি.)

২. বাংলা অভিধানে এ জাতীয় শব্দ আরও আছে :

অমিত্রঘাতী, অমিত্রঘ্ন, অমিত্রজিৎ, অমিত্রসূদন, অমিত্রহা, অরাতিদমন, অরিঘাতক, অরিভুক্, অরিমর্দ, অরিমর্দন, অরিহা, বৈরীদমন, রিপুঘাতী, রিপুঘ্ন, রিপুদমন, রিপুনিপাতী, রিপুসূদন, রিপুহা, শত্রুকর্ষণ, শত্রুঘাতী, শত্রুজয়ী, শত্রুজিৎ, শত্রুতাপন, শত্রুদমন, শত্রুনাশন, শত্রুনিবর্হণ, শত্রুন্তপ, শত্রুন্দম, শত্রুবাধক, শত্রুবাধন, শত্রুবিনাশন, শত্রুমর্দন, শত্রুহন্তা, শত্রুহা ইত্যাদি।

এসব শব্দ মূলত বিশেষণসূচক। কিন্তু এসকল শব্দের অনেকগুলো, বহুস্থলে, ব্যক্তিনামরূপেও ব্যবহৃত হয় :

- অমিত্রসূদন : বর্তমানকালেও ব্যক্তিনামরূপে 'অমিত্রসূদন'-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। (যেমন : অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।)
- অরিন্দম : দেবতা 'শিব'-এর অন্যনাম 'অরিন্দম'।
- অরিমর্দন : অক্রূরসোদর ক্ষত্রিয়বিশেষের নাম 'অরিমর্দন'। (দ্র. *শ্রীমদ্ভাগবত*)
- শত্রুঘাতী : শত্রুঘ্নের অন্যতম পুত্রের নাম 'শত্রুঘাতী'। লবণদৈত্যকে বধ করে শত্রুঘ্ন লবণের রাজ্য মথুরা জয় করেন। অতঃপর শত্রুঘ্ন তাঁর পুত্র শত্রুঘাতীকে তা অর্পণ করেন।
- শত্রুঘ্ন : সুমিত্রাগর্ভজাত দশরথের পুত্র। ইনি লক্ষ্মণের সহোদর কনিষ্ঠভ্রাতা। এঁর পত্নী শ্রুতকীর্তি এবং পুত্র সুবাহু ও শত্রুঘাতী। রামের রাজ্যশাসনকালে রামের আদেশে ইনি মথুরায় গমনপূর্বক লবণদৈত্যকে নিহত করে রাজ্যস্থাপন করেন।
- শত্রুজিৎ : রাজাবিশেষ। এঁর পুত্রের নাম ঋতধ্বজ। ঋতধ্বজ 'কুবলাশ্ব'-নামেও পরিচিত ছিলেন।
- শত্রুন্তপ : সংস্কৃত মহাভারতে বর্ণিত ক্ষত্রিয়বিশেষের নাম 'শত্রুন্তপ'।
- শত্রুন্দম : সংস্কৃত মহাভারতে উল্লিখিত দেবতা-'শিব'-এর নামান্তরবিশেষ।

৩. (ক) সংস্কৃত 'হিতোপদেশ'-গ্রন্থে আছে :

ঋণকর্তা পিতা শত্রুর্মাতা চ ব্যভিচারিণী।
ভার্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিত॥

অর্থাৎ, 'ঋণকর্তা' (=ধারকর্জকারক) পিতা, 'ব্যভিচারিণী' (=অসতী) মাতা, 'রূপবতী' (=সুন্দরী) ভার্যা (=পত্নী) এবং 'অপণ্ডিত' (=মূর্খ; শাস্ত্রাদিজ্ঞানবর্জিত) পুত্র শত্রুরূপে গণনীয়।

দাশরথি রায়ও বলেছেন : কুলের শত্রু <u>কুপুত্র</u>, চুলের শত্রু টাক।

(খ) নিঃস্ব ব্যক্তির স্ত্রীপুত্রও তার শত্রুতে রূপান্তরিত হয় :

ধনহীন মানুষের জন্ম অকারণ।
মনুষ্যের মধ্যে কেহ না করে গণন ॥ ...
<u>ভার্যাপুত্র অরি হয়</u> মিত্র না আদরে।
ধনহীন হলে কিছু করিবারে নারে ॥ পৃ ৬৫০, *কাশীদাসী মহাভারত* (সম্পাদক : সুবোধচন্দ্র মজুমদার)

(গ) বিশেষ কারণে তাদের কন্যার কাছেও পিতামাতা বৈরী হয়ে ওঠে :

খাইয়া চক্ষের মাথা <u>পিতামাতা অরি</u>।
বেঁটে বরে দিল বিয়া লোকলাজে মরি ॥ পৃ ২৫৭, *শ্রীধর্মমঙ্গল* (ঘনরাম চক্রবর্তী)

(ঘ) ভূয়োদর্শনপ্রসূত আরও দুটি শব্দ অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক : 'বহুশত্রু' ও 'সহজশত্রু'। বহুশত্রুবিশিষ্ট বলে চড়ুই পাখির নামান্তর : 'বহুশত্রু'। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ 'সহজশত্রু' (=স্বভাবজ বা জন্মগত বৈরী)-রূপে কথিত।

৪. 'চিরশত্রু'-শব্দটি ২য়া তৎপুরুষ সমাসযোগে গঠিত ('চির ব্যেপে শত্রু')। সংস্কৃতমূলক 'চির'-শব্দের বাংলা অভিধানসম্মত অর্থ : দীর্ঘ; দীর্ঘকাল; চিরকালীন; আমরণ, যাবজ্জীবন; অনন্তকালব্যাপী, নিরবধি প্রভৃতি।

৫. (ক) সৈয়দ সুলতান-বিরচিত 'নবীবংশ-১ম খণ্ড'-কাব্যের সম্পাদক আহমদ শরীফ ওই কাব্যের 'ভূমিকা'-অংশের 'ষোল'-সংখ্যক পৃষ্ঠায় এই মন্তব্য করেছেন।

(খ) উল্লিখিত নবীবৃন্দ ও অবতার এবং তাঁদের 'প্রাণের দুশমন'-গণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে, পর্যায়ক্রমে, উপস্থাপন করা যায় :

◇ নূহ্ : কুরআনে ও মুসলিমদের পৌরাণিক কাহিনিতে নূহ্ (আ.) অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি। বাইবেলে তাঁকে Noah (নোয়াহ্)-নামে অভিহিত করা হয়েছে। নবীদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ নবী ছিলেন। হজরত ইবরাহিম ছিলেন তাঁর অনুসারীদের অন্তর্গত। নূহ্ ছিলেন প্রকাশ্য ভীতিপ্রদর্শনকারী, আল্লাহর বিশ্বস্ত রসুল এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞ দাস।

হজরত নূহ্-এর স্ত্রীর নাম ছিল ওয়ালিয়া। নূহ্ সাকল্যে ৯৫০ বছর জীবিত ছিলেন। নূহ্ যাদের নিকট ধর্ম প্রচার করেন, তারা ছিল কাবিল ও শিসের বংশধর। তারা নূহ্-এর সতর্কবাণী প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং তিনি আল্লাহর আদেশে কাঠ দিয়ে বৃহৎ জাহাজ নির্মাণ করলেন। জাহাজটির মোরগের ন্যায় মাথা ও লেজ এবং পাখির ন্যায় দেহ ছিল। আল্লাহ ওহীযোগে তাঁকে এই জাহাজ তৈরির আদেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর চুল্লি থেকে প্রবল বেগে পানি উঠল। পানি সব কিছু ডুবিয়ে ফেলল। প্রত্যেক প্রকার জীবের এক এক জোড়া এবং বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ জাহাজে স্থান পেয়ে বেঁচেছিল। জাহাজের নিচ তলায় ছিল চতুষ্পদ জন্তু, দ্বিতীয় তলায় ছিল মানুষ এবং সর্বোচ্চ তলায় ছিল পাখি। নূহ্ (আ.) সর্বপ্রথম পিঁপড়াকে এবং সবশেষে গাধাকে জাহাজে ওঠালেন। জাহাজে নেকড়ে বাঘের সঙ্গে ছাগল এবং শিকারি পাখির সঙ্গে ঘুঘু স্থান পেয়েছিল। আল্লাহ আপৎকালে সাময়িকভাবে এদের প্রবৃত্তি দমন করে রেখেছিলেন। জলে সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত হয়েছিল। কেবল কাবা শরীফ ও জেরুজালেমের পবিত্রস্থানগুলো রক্ষা পেয়েছিল। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে জাহাজে সাত থেকে আশিজন মানুষ ছিল। প্লাবন থেমে গেলে আশুরার দিনে সকলে ডাঙায় নেমে এসেছিল। (*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*)

◇ দানিয়াল : দানিয়াল নূহ্ নবীর সময়ের এক রাজার নাম। আল্লাহ নূহ্কে আদেশ দিলেন মানুষকে পুণ্যপথ অনুসরণ করার বিষয়ে প্রচার চালানোর। কাবিলবংশীয় লোকেরা নূহ্ নবীর ধর্মপ্রচারকাজের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল এবং নবীকে উপহাস করতে থাকল। এই বিরোধিতার কাজে সর্বাপেক্ষা মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল 'নৃপতি দানিয়াল'। নূহ্ নবী মানুষকে এক আল্লাহর উপাসনা করতে বলেন। দানিয়াল মূর্তিপূজা, বলিদান এবং পাপকর্মে প্রবর্তনা দেয়। নূহ্নবী দানিয়ালকে এ পথ পরিহার করতে বলেন। দানিয়াল নূহ্নবীকে এজন্য নানাভাবে নির্যাতিত ও অপমানিত করল। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : নবীবংশ-১ম খণ্ড, পৃ ৩০৮-৩১৪)। ঈশ্বরদ্রোহী 'নৃপতি দানিয়াল' নূহ্নবীর বিরুদ্ধে যে-অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়েছিল, তারই পরিণতিতে পৃথিবীতে নেমে এসেছিল, স্রষ্টার শাস্তিস্বরূপ, 'ভয়ঙ্কর তুফান ও প্লাবন'। বাংলা সাহিত্যের খ্রিষ্টীয় ষোলশতকের কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর *নবীবংশ*-১ম খণ্ড-কাব্যে লিখেছেন :

নুহুর কালেত যেন দানিয়াল ছিল
সেসব সহিতে বলে নুহ না আঁটিল।
নিরবধি দানিয়াল কৈল অনাচার
জলাকার করি প্রভু করিলা সংহার। (পৃ ৮৯৬)

◇ ইবরাহিম : ইবরাহিম (আ.) বিশিষ্ট নবীদের অন্যতম। বাইবেলে তাঁর নাম Abraham। আরবের কুরাইশ গোত্রের আদিপিতা ইসমাইল (আ.) তাঁর প্রথম সন্তান, ইসরাঈল বংশের আদিপিতা ইসহাক (আ.) তাঁর দ্বিতীয় সন্তান। কুরআনের বর্ণনানুযায়ী তাঁর পিতার নাম আজর। তিনি বর্তমান ইরাকরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রাচীন 'উর'-নগরের অধিবাসী ছিলেন। শৈশবেই তিনি আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব-সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ করেছিলেন। মূর্তিপূজক নমরুদ ও

তাঁর সঙ্গে এজন্য দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। তাঁর দুই পত্নী সারা ও হাজিরা। সারার গর্ভে ইসহাক এবং হাজিরার গর্ভে ইসমাইলের জন্ম হয়। ইবরাহিম কাবাগৃহ পুনর্নির্মাণ করেন। ইবরাহিম (আ.) ১৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বায়তুল মাকদিস থেকে ১০/১২ মাইল দূরবর্তী এক পর্বতগুহায় তাঁকে দাফন করা হয়। (*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*)

◈ নমরুদ : 'নমরুদ'-নাম, মুসলিম কিংবদন্তী অনুসারে, হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর বাল্যকালের কাহিনির সঙ্গে জড়িত। প্রত্যক্ষত কুরআনে এই নামের কোনও উল্লেখ নেই। তবে পরোক্ষভাবে কুরআনে নমরুদ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের তাফসীরকারগণের মতে, ইবরাহিম (আ.) ও নমরুদের মধ্যে স্রষ্টাসম্পর্কিত বিতর্ক হয়েছিল। ইবরাহিম নমরুদের প্রতিমাপূজা না করায় ও তাকে আল্লাহ বলে না মানায় সে তাঁকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল। নমরুদ ইবরাহিম (আ.)-কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিল, আল্লাহ তাঁকে অগ্নি থেকে রক্ষা করেছিলেন। যাঁরা সারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেরূপ তিন-চারজন রাজার অন্যতম নমরুদ। তবে নমরুদ ছিল খোদাদ্রোহী। আল্লাহর নবী ইবরাহিম তাঁর জন্মমুহূর্ত থেকেই নমরুদকর্তৃক নানাভাবে উৎপীড়িত হয়েছেন। চার শতাব্দীকাল যাবৎ সে তার অত্যাচারী শাসন কায়েম রেখেছিল। পরিশেষে আল্লাহপ্রেরিত মশকবাহিনী দ্বারা নমরুদ ও তাঁর লোকজন বিনষ্ট হয়েছিল। (*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*)

◈ মুসা : আল্লাহর নবী। ইংরেজি বাইবেলে তাঁর নাম Moses (মোজেস)। তাঁর জীবৎকাল খ্রি.পূ. ১৫৭১-১৪৫১ অব্দ। তিনি ইহুদীদের ধর্মপ্রচারক। মিশরে তাঁর জন্ম। তিনি আল্লাহর আদেশে সিনাই পর্বতে আরোহণ করলে আল্লাহ তাঁকে ইহুদীদের পালনের জন্য কতকগুলো ধর্মবিধি বলে দেন। এগুলোই বাইবেলে 'দশাজ্ঞা' (Ten Commandments)-নামে খ্যাত। (*শব্দবোধ অভিধান*)

◈ ফেরাউন : প্রাচীন মিশরের রাজাদের উপাধি 'ফেরাউন'। মিসরের অত্যাচারী, উদ্ধত ও প্রবল প্রতাপশালী ফেরাউনের কবল থেকে 'ইসরাঈলীগণ'-কে (=ইয়াকুব নবীর বংশধরদের) উদ্ধার করার ভার অর্পিত হয়েছিল নবীভ্রাতৃদ্বয় মুসা ও হারুনের উপর। কুরআনের কয়েকটি সুরায় ফেরাউন ও মুসার আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। ফেরাউন ঔদ্ধত্যের প্রতীক এবং মুসা (আ.) সংগ্রামী নবীর প্রতীক। ফেরাউনের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ ইসরাঈলবংশে জন্ম নিয়ে, ফেরাউননিয়োজিত মৃত্যুদূতের হাত এড়িয়ে এবং তারই আদরযত্নে লালিতপালিত হয়েও কীভাবে মুসা (আ.) তার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হলেন এসব কথা কুরআনে বিবৃত হয়েছে।

মুসা (আ.) আল্লাহর প্রত্যাদেশ পেলেন ফেরাউনকে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য আহ্বান জানানোর এবং ইসরাঈলীগণকে দাসত্বমুক্ত করার। ফেরাউন মুসার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাঁকে কারারুদ্ধ করার হুমকি দিয়েছিল। আল্লাহর নির্দেশে ফেরাউন ও তার অনুসারীদের উপর একের পর এক শাস্তি আপতিত হতে থাকল। শাস্তি এলেই ফেরাউন তা থেকে মুক্তির জন্য মুসাকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার অনুরোধ জানাত। বিপদ কেটে গেলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ফেরাউন আবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করত। অবশেষে মুসা, আল্লাহর আদেশে, রাত্রিযোগে ইসরাঈলীদের নিয়ে মিসর পরিত্যাগ করলেন। সূর্যোদয়ের সময় ফেরাউন সদলবলে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করল। অতঃপর ফেরাউন ডুবে মরল এবং মুসা বনী ইসরাঈলীদের উদ্ধার করলেন। (*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*)

খ্রিষ্টীয় সতের শতকের নোয়াখালীবাসী কবি আবদুল হাকিম তাঁর 'দুররে মজলিস'-কাব্যে ফেরাউনের পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন :

যখনে মুসার লাগ ফিরাউনে পাইল।
সমুদ্র শুকাই দিব্য পন্থ উপজিল[অ] ॥
হাঁটএ সমুদ্র পন্থে মুসা পয়গম্বর।

ডুবিলেক শত্রু সব জলের ভিতর ॥ পৃ ৩৩৭, *আবদুল হাকিম রচনাবলী* (সম্পাদক : রাজিয়া সুলতানা)

অ.উপজিল = উৎপন্ন হল, উদ্ভূত হল। অকর্মক বাংলাধাতু 'উপজ'-যোগে গঠিত ক্রিয়াপদ এটি। 'উপজ'-এর ব্যুৎপত্তি : সং. √উৎপদ্য > পালি ও প্রা. √উপ্পজ্জ > বাং. √উপজ।

◇ কৃষ্ণ : নারায়ণের অষ্টম অবতার (ভাগবতমতে বিংশ অবতার)। পিতা বসুদেব, মাতা কংসভগিনী দেবকী। তিনি দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র। দ্বাপর যুগের শেষভাগে ভাদ্র-রোহিণী নক্ষত্রে তাঁর জন্ম। তিনি কংস ও কংসের অনুচরদের নিহত করেন। তিনি কালিয়নামক সর্পকেও দমন করেছিলেন। বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণগতপ্রাণা হয়ে ওঠেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়েই বৈষ্ণবসাহিত্যের সৃষ্টি। তিনি বিদর্ভ-রাজকন্যা রুক্মিণীকে হরণ করে বিয়ে করেন। তাঁর সঙ্গে অর্জুনের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। তাঁর কৌশলে ভীমকর্তৃক মগধরাজ জরাসন্ধ নিহত হন। তাঁর ভগিনী সুভদ্রা। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে তিনি অর্জুনের সারথি ছিলেন। যদুবংশ-ধ্বংসের পর তিনি বনগমন করেন। সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁকে জরা নামক এক ব্যাধ মৃগভ্রমে শরদ্বারা বিদ্ধ করে ফেলে। তাতেই তাঁর দেহত্যাগ হয়। (*শব্দবোধ অভিধান*)
(সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ*-১ম খণ্ড-কাব্যে কৃষ্ণকে অন্যতম নবী হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।)

◇ কংস : ভোজবংশীয় রাজা। তিনি মথুরার রাজা উগ্রসেনের পুত্র। দানবরাজ দ্রুমিলের ঔরসে উগ্রসেনের পত্নীর গর্ভে তাঁর জন্ম। মগধরাজ জরাসন্ধের 'অস্তি' ও 'প্রাপ্তি'-নামের দুই কন্যাকে তিনি বিয়ে করেন। তিনি পিতাকে বন্দী করে রাজা হন। তিনি দেবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিয়ে দেন। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তিনি নিহত হন। (*শব্দবোধ অভিধান*)

◇ দাউদ : দাউদ (আ.) ছিলেন আল্লাহর খলিফা এবং বাদশাহ-নবী। [ইংরেজি বাইবেলগ্রন্থে তাঁর নাম David (ডেভিড)।] তাঁর কাছে আসমানীগ্রন্থ 'যবুর' অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি লৌহনির্মিত বর্মের প্রচলন করেন; লোহা তাঁর হাতে নমনীয় হয়ে যেত। দাউদ (আ.) অতিশয় সুস্বরে যবুরপাঠে সক্ষম ছিলেন। পাহাড়-পর্বত ও পক্ষিকুলকে আল্লাহ তাঁর প্রভাবাধীন করে দিয়েছিলেন।
আদ ও ছামুদ বংশোদ্ভূত জালুত তালুতকে আক্রমণ করে। এসময়ে দাউদ (আ.) জালুতকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলেন। দাউদ তালুতকন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁর রাজত্বের অংশী হন। দাউদ ইসরাঈলীদের রাজারূপে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। বাইবেলে বাথ্‌শেবা-নাম্নী এক সুন্দরী রমণীর সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের কথা জানা যায়। এতে স্রষ্টা রুষ্ট হন। পরে তিনি অনুশোচনায় কাতর হলে, স্রষ্টা তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এই বাথ্‌শেবার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন দাউদ-পুত্র রাজা সলোমন। কুরআনের বর্ণনানুযায়ী দাউদ ছিলেন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, আল্লাহভক্ত সাধক, লৌহবর্ম নির্মাণের মাধ্যমে জীবিকার্জনকারী স্বনির্ভর নবী। পাহাড়, তরুলতা ও পশুপাখিও তাঁর সঙ্গে উপাসনায় যোগদান করত। (*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*)

◇ আনসারী : খ্রিষ্টীয় ষোল শতকের কবি সৈয়দ সুলতান-রচিত 'নবীবংশ : ১ম খণ্ড'-কাব্যের ভূমিকায় (পৃ 'ষোল' দ্র.) সম্পাদক আহমদ শরীফ বলেছেন : দাউদ নবীর প্রাণের শত্রু ছিল 'আনসারী'-নামক এক ব্যক্তি। তবে ওই কাব্যে 'আনসারী'-র কোনও বিবরণ মেলে নি।

◇ ঈসা : বাইবেলে যাঁর নাম Jesus Christ এবং বাংলায় যীশু খ্রিষ্ট বা সংক্ষেপে যীশু। 'ঈসা'-নামের উৎপত্তিবিষয়ে মতভেদ আছে। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে জানা যায় : যীশু খ্রিষ্ট খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক। তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। প্যালেস্টাইনে বেথলেহেম-নামক গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর মাতা মেরী ও পিতা জোসেফ। তিনি জনের নিকট জর্ডনের জলে দীক্ষিত হয়ে ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি খ্রিষ্টধর্মের প্রচার করেন। জুডাস ইস্‌কেরিয়ট-নামে যীশুর একজন বিশ্বাসঘাতক শিষ্যের বিশ্বাসঘাতকতায় গেথসিমেন-নামক স্থানে তিনি বন্দী হন এবং রোমক রাজা হিরোদের

অধীন শাসনকর্তা পাইলটের আদেশে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। (*শব্দবোধ অভিধান*)

তবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : "তারা তাকে হত্যা করে নি, ক্রুশবিদ্ধও করে নি, বরং তাদের জন্য ব্যাপারটি ঘোলাটে করা হয়েছিল, ... এটি নিশ্চিত যে তারা ঈসাকে বধ করে নি।" কুরআনের এ-বিবরণের অর্থ এও হতে পারে যে ঈসা (আ.)-র অবয়ব পরিবর্তিত হয়েছিল; সুতরাং ইহুদীরা তাঁকে যীশুরূপে শনাক্ত করতে পারল না, তিনি সরে পড়লেন। আল্লাহ তাঁকে নিজ হেফাজতে উঠিয়ে নিলেন।

কুরআন ও বাইবেল উভয়ের মতে ঈসা (=যীশু) ছিলেন ইসরাঈলী নবী। কুরআনে তাঁকে তাওরাতের 'প্রত্যয়নকারী' বলা হয়েছে। বাইবেলে একথার সমর্থন দেখা যায়। (*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*)

◇ তউসা : এক দুষ্টস্বভাববিশিষ্ট ইহুদী সৈন্যের নাম ছিল 'তউস' বা 'তউসা'। তউসা ছিল উচ্চ বংশজাত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। দশ হাজার ইহুদী সর্বক্ষণ তার সঙ্গে থাকে। ঈসানবীর মাতা মরিয়ামের মৃত্যু হয়েছে। এসময়ে দুরাচার ইব্লিস তউসাকে কুমন্ত্রণা দিল : তোমাদের ন্যায় অতি পরাক্রমশালী ব্যক্তিগণ জীবিত থাকতেও ঈসা এখনও পৃথিবীতে বেঁচে আছে। তোমরা এখনও তাঁকে মারতে পার নি। ঈসা জীবিত থাকলে তোমাদের দুর্গতির অন্ত থাকবে না। ইব্লিসের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত হয়ে তউসাসহ দুষ্টজনেরা ঈসানবীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। জিব্রাইল ফেরেস্তা ঈসানবীকে এ-ষড়্যন্ত্রের কথা জানালেন। ঈসা ঘর ছেড়ে জিব্রাইলের সঙ্গে চতুর্থ আকাশে গিয়ে রইলেন। ইতোমধ্যে বীর তউসা তাঁর সৈন্যদলসহ ঈসানবীর বাড়ি অবরোধ করল। ঈসানবীর বাড়ির চারপাশে তউসার সেনাদল অবরোধ করে আছে, তউসা একা নবীগৃহে প্রবেশ করে ঈসাকে খুঁজতে থাকে। তউসা ভেবেছিল : ভয়ে ঈসা গৃহের কোথাও লুকিয়ে আছে। এরই মধ্যে, আল্লাহর ইচ্ছায়, একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। তউসার চেহারা ঈসার সদৃশ হয়ে গেল। অতঃপর, ভুলক্রমে, তউসা তার সেনাদলের হাতেই মৃত্যুবরণ করল। তউসার মৃতদেহ দেখে সকলে নিশ্চিত হল : ঈসার দেহের অনুরূপ হলেও, এ আসলে তউসারই মৃতদেহ। অপরের অনিষ্টচিন্তা করার পরিণতি এমনই হয় :

তউসার দেহ জান আনিয়া সকলে
ঈসা পয়গাম্বর হেন সর্বলোকে বোলে।
যে সকলে পরমন্দ করিয়া আছএ
আপনে খুদিয়া গর্ত আপনে পড়এ।

পৃ ৯২৬, *নবীবংশ*-১ম খণ্ড : সৈয়দ সুলতান-রচিত (সম্পাদক : আহমদ শরীফ)

◇ মুহম্মদ (সা.) : (জীবৎকাল : ৫৭০-৬৩২ খ্রি.)। ইসলামধর্মের প্রবর্তক। আরবদেশের মক্কানগরে সুপ্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশে জন্ম। পিতা আবদুল্লাহ, মাতা আমিনা। তিনি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের কাছে ধর্মকথা শ্রবণ করেন। সেই ধর্মকথা লিপিবদ্ধ আকারে 'কুরআন শরীফ'-নামে প্রকাশিত হয়। ৪০ বছর বয়সের সময় তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে প্রায় সমগ্র আরব ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। (*শব্দবোধ অভিধান*)

◇ আবু জেহেল : প্রকৃত নাম : আবুল হাকাম আম্‌র ইব্‌ন হিশাম ইবনিল মুগীরা। তার মাতার নাম অনুসারে 'ইব্‌ন আল-হানজালিয়া'-নামেও সে অভিহিত হত। মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের মাখ্‌জুম পরিবারের সে ছিল একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। সে এবং হজরত মুহম্মদ (সা.) ছিলেন প্রায় সমবয়স্ক। মক্কার অভিজাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সে ছিল হজরত মুহম্মদের অন্যতম ঘোর শত্রু। সে স্বয়ং হজরত মুহম্মদকে, গালিগালাজসহ, নানাভাবে নির্যাতন করত। কেবল অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করে নিবৃত্ত হওয়াতেই সে তাঁর দৈহিক ক্ষতি করে নি। হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর হিজরতের অল্পকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত কুরাইশদের সভায় সে মক্কার প্রত্যেক পরিবারের লোক দ্বারা মুহম্মদ (সা.)-কে হত্যার পরামর্শ দেয়। হিজরতের

পরে, তারই শত্রুতা ও কলহপ্রিয়তার জন্য, বদরে একটি যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে সে নিহত হয়। তার মৃতদেহ দেখে মুহম্মদ (সা.) তাকে তাঁর জাতির 'ফেরাউন' বলে অভিহিত করেন। (*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*)

খ্রিষ্টীয় সতের শতকের নোয়াখালীবাসী কবি আবদুল হাকিম তাঁর 'দুররে মজলিস'-কাব্যে আবু জেহেল (আবু জাহিল)-সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন :

কামারে[ক] কি জানে রূপা মূল্যেত বহুল।
কাঁসারি[খ] কি জানে কভু কাঞ্চনের মূল[গ] ॥
মূর্খ বর্বরেতে কভু নাই অনুমান।
না বুঝে বিদ্যার গুণ হিতের সন্ধান ॥
রসুল[ঘ] সিফাত[ঙ] আবু জাহিলে কি জানে।
উপদেশ হিত বিপরীত অনুমানে[চ] ॥[ছ]
পৃ ৩৭২, *আবদুল হাকিমরচনাবলী* (সম্পাদক : রাজিয়া সুলতানা)

ক. কামার = লৌহের কর্মজীবী হিন্দুজাতিবিশেষ। [সং. কর্মকার]।
খ. কাঁসারি = যে কাঁসার পণ্য প্রস্তুত করে। [সং. কাংস্যকার]।
গ. মূল = দাম। [সং. মূল্য]।
ঘ. রসুল = ঈশ্বরের দূত। [আ. রসূল্]। (এখানে) ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহম্মদ (সা.)।
ঙ. সিফাত = চরিত্রগত গুণ ধর্ম প্রকৃতি প্রভৃতি। [আ. সিফৎ]।
চ. অনুমানে = অনুমান করে; অনুভব করে; বোধ করে ইত্যাদি। সকর্মক বাংলাধাতু 'অনুমান'-যোগে গঠিত ক্রিয়াপদ এটি। মধ্যযুগের গোবিন্দদাসপদাবলীতে এবং বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে এরূপ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ রয়েছে। সকর্মক বাংলাধাতু 'অনুমান'-এর অর্থ : অনুমান করা; অনুভব করা; বোধ করা; অনুসরণ করা; মানা প্রভৃতি। এর ব্যুৎপত্তি : সং. অনু + √মানি (মানয়্) > প্রা. √অণুমাণ (প্রা. ম) > বাং. অনুমান।
ছ. এ উদ্ধৃতির দুএকটি শব্দের বানানে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে।

৬. আপৎকালীন স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে ও মুগ্ধ অবস্থায় চিরশত্রুযুগলসমূহও যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মেনে নেয়, এর প্রমাণ পুরোনো বাংলা সাহিত্যেও আছে :

(ক) মঙ্গল না দেখি আমি কৌরবের *কাজে।
উৎপাত দেখি সব গ্রহগণ মাঝে ॥
গগনেতে উল্কাপাত নির্ঘাত **সহিত।
পৃথিবী কম্পিতা হয় দেখি বিপরীত ॥
ভয়ানক শব্দ করি কান্দে অশ্বগজ।
অকস্মাৎ খসি পড়ে যেন রথধ্বজ ॥
গৃধ্রপক্ষী কাক বক মূষিক সঞ্চান।
কৌরবের পাছে পাছে দেখি বিদ্যমান ॥
পৃ ৬৯১, *কাশীদাসী মহাভারত* (সম্পাদক : সুবোধচন্দ্র মজুমদার)

*কৌরব = দুর্যোধনাদি শতভ্রাতা।
**নির্ঘাত = অন্তরীক্ষজাত উৎপাতধ্বনিবিশেষ; বজ্রাঘাত; নিরভ্রবজ্রাঘাত (=মেঘশূন্য বজ্রপাত)।

- লক্ষণীয় : গৃধ্রপক্ষী (=শকুনপাখি), কাক, বক, মূষিক (=ইঁদুর) ও সঞ্চান (=বাজপাখি) পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ নয়। অথচ এরা, দৈবদুর্যোগের কারণে, কৌরবের পিছনে স্বচ্ছন্দে একত্র হয়েছে। (বন্যাউপদ্রুত এলাকার প্লাবিত বাস্তুভিটায় সাপ ও মানুষের নিরুপদ্রব সহাবস্থানের সংবাদও বিভিন্ন সময়ে জানা যায়।)

(খ) নিষ্কন্টকে হুতাশন দহয়ে খাণ্ডব-বন
নানাবিধ পশুগণ পোড়ে।

ভক্ষ্য-ভক্ষক এক ঠাঁই কেহ কারে চাহে নাই
ভয়ে বিপরীত ডাক ছাড়ে ॥
কুঞ্জর কেশরী-কোলে মৃগ-ব্যাঘ্র এক স্থলে
মূষিক মার্জারসহ বৈসে।
একত্র মণ্ডূক-নাগে সঞ্চান না চায় কাকে
ঘৃষ্টি ঘণ্টি* শার্দূল-মহিষে ॥

পৃ ২৫৬, *কাশীদাসী মহাভারত* (সম্পাদক : সুবোধচন্দ্র মজুমদার)

ঘৃষ্টি ঘণ্টি = ঘৃষ্টি ও ঘণ্টি। ঘষাঘষি, মাখামাখি; অন্তরঙ্গতা, ঘনিষ্ঠতা। ঘৃষ্টি = ঘর্ষণ, মর্দন। [সং.]। ঘণ্টি = বিঘট্টন, দলন। [প্রা. ঘট্ঠ (সং.ঘৃষ্ট)−মূল]।
তুলনা : ঘণ্ট (ঘেঁটে-রাঁধা) ব্যঞ্জনবিশেষ; যেমন : মৎস্যঘণ্ট।

- বীক্ষণীয় : খাণ্ডববন দহনের সময়ে বন্য চিরশক্রযুগলসমূহও বৈরিতা ভুলে গিয়েছিল বলে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এ-চিরশক্রযুগলগুলোর নাম : কুঞ্জর (=হাতি) ও কেশরী (=সিংহ); মৃগ (=হরিণ) ও ব্যাঘ্র (=শার্দূল); মূষিক (=ইঁদুর) ও মার্জার (=বিড়াল); মণ্ডূক (=বেঙ) ও নাগ (=সাপ); মণ্ডূক-নাগ ও সঞ্চান (=বাজপাখি); শার্দূল (=বাঘ) ও মহিষ।

(গ) যে কালে দজ্জাল* পাপী আসিয়া মিলিব
নানাবিধ শিক্ষা করি লোক সংহারিব।
এয়াজুজ মাজুজ** জান দুই দুরাচার
সংহারিব জীব জীর্ণ সংসার মাঝার।
আকাশেতু ঈসা পয়গাম্বর তবে আসি
একে একে দুষ্ট সবে ফেলিবা বিনাশি।
দুষ্ট সব মারিবা পালিবা নরগণ
সৎকর্ম প্রচারি শাসিবা সর্বজন।
ঈসার ধর্মের কথা চৌদিকে পূরিব
শিশু নাগ ব্যাঘ্র বৃষ একত্রে রহিব। পৃ ৯২৬, *নবীবংশ*-১ম খণ্ড (সৈয়দ সুলতান)

*দজ্জাল = খ্রিষ্টশক্র; একজন মহাভণ্ড, যে পৃথিবী ধ্বংসের আগে আবির্ভূত হবে। [আ. দজ্জাল্]।
**এয়াজুজ মাজুজ = এয়াজুজ ও মাজুজ। দুই দুর্বৃত্ত বা পাপিষ্ঠের নাম। পৃথিবী ধ্বংসের পূর্বে এদের আগমন ঘটবে। [আ. ইআজূজ্ মাজূজ্; হিব্রু Gog and Magog]।

- অবলোকনীয় : সৎকর্মশীল ঈসানবীর সুশাসনের ফলে চিরশক্রযুগলসমূহও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অঙ্গীকার করবে। এখানে দুটি চিরশক্রযুগলের নাম উল্লিখিত হয়েছে : শিশু (=অতি অল্পবয়স্ক পুত্র বা কন্যা) ও নাগ (=সর্প); ব্যাঘ্র (=বাঘ) ও বৃষ (=ষাঁড়)।

(ঘ) সিংহ করী মৃগ ব্যাঘ্র একত্রে মিলিয়া।
চাহন্ত পক্ষীর ভঙ্গি স্থকিত* হইয়া ॥ পৃ ৪৯২, *পদ্মাবতী* (আলাওল)
*স্থকিত = নিস্পন্দ, স্থির। < সং.স্থগিত।

- দর্শনীয় : এখানে একটি মোহিত বা অভিভূত অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উল্লিখিত দুটি চিরশক্রযুগলের নাম : সিংহ ও করী (=হাতি) এবং মৃগ (=হরিণ) ও ব্যাঘ্র (শার্দূল)। মূলত মোহাবিষ্ট হওয়ার কারণেই এ দুটি চিরশক্রযুগল শান্ত মনে একত্রে অবস্থান করতে পেরেছে।

(ঙ) কালীদহে* 'শ্রীয়পতি সদাগর' দেখেছিল :
কোনখানে খেলে রঙ্গে
হরি করী এক সঙ্গে।
খগেন্দ্রের উত্তমাঙ্গে**
ফণা ধর‍্যাছে ভুজঙ্গে। ...
মইষে শার্দূল সহিতে

খেলে দেখ হরষিতে।
দেখ দেখ পারাবতে
খেলএ সাইচান্ সাতে। পৃ ১৩৩, *মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা* (ভবানীশঙ্কর দাস)

*কালীদহ = শ্রীলঙ্কার নিকটস্থ সমুদ্রাংশবিশেষ; কালিয়সর্পের বাসস্থান হ্রদবিশেষ। [সং. কালিয়-হ্রদ; হি. কালীদহ]। (শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কালিয় সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই হেতু 'কালীদহ' নামকরণ।)

**উত্তমাঙ্গ = প্রধান অঙ্গ; মস্তক; মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত দেহাংশ। [সং. উত্তম + অঙ্গ]।

- প্রেক্ষণীয় : পুণ্যস্থল 'কালীদহ'-এ চিরশত্রুযুগলসমূহ তাদের পারস্পরিক বৈরিতা ভুলে গিয়েছে। তারা একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করছে। এসব চিরশত্রুযুগল হল : হরি (=সিংহ) ও করী (=হস্তী); খগেন্দ্র (=গরুড় পাখি) ও ভুজঙ্গ (=সাপ); মইষ (=<সং. মহিষ) ও শার্দূল (=বাঘ); পারাবত (=কপোত) ও সাইচান্ (=বাজপাখি)।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ৬-সংখ্যক পাদটীকার দুএকটি উদ্ধৃতি, ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, এ প্রবন্ধের অন্যত্রও স্থান পেয়েছে।]

৭. মধ্যযুগের যেসব কবির কাব্যে চিরশত্রুযুগলসমূহের বিবরণ মিলছে, সেসব কবি, বিভিন্নকালে, বাংলার নানাস্থানে অবস্থান করে কাব্য রচনা করেছেন। এখানে, সংশ্লিষ্ট স্থান ও কালের উল্লেখসহ, ওইসব কবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি একত্রে সন্নিবেশ করা যায়।

- ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চলিকা*-কাব্যের প্রণেতা ভবানীশঙ্কর দাস চট্টগ্রামের দেবগ্রাম এলাকার অধিবাসী ছিলেন।
- ১৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *সারদামঙ্গল*-কাব্যের প্রণেতা মুক্তারাম সেন চট্টগ্রামের 'আনোয়ারা'-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *অনাদিমঙ্গল*-কাব্যের রচয়িতা রামদাস আদক পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার 'হায়াৎপুর'-গ্রামের সন্তান।
- খ্রিষ্টীয় ষোল শতকের শেষপাদে রচিত *চণ্ডীমঙ্গল*-কাব্যের প্রণেতা মুকুন্দ পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক 'হুগলী'-জেলাস্থিত 'দামুন্যা'-গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।
- ১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *পদ্মাবতী*-কাব্যের রচয়িতা আলাওলের জন্মস্থান ফরিদপুর জেলা (কর্মস্থান : আরাকানের রোসাঙ্গ রাজঅমাত্য দরবার।)
- খ্রিষ্টীয় পনের শতকের প্রথমার্ধে রচিত *রামায়ণ*-কাব্যের প্রণেতা কৃত্তিবাসের জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক নদীয়া জেলাস্থিত 'ফুলিয়া'।
- ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *শ্রীধর্মমঙ্গল*-কাব্যের রচনাকারী ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার 'কৃষ্ণপুর'-গ্রাম।
- ১৭৩৫ থেকে ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত *শিবসঙ্কীর্তন* বা *শিবায়ন*-কাব্যের কবি রামেশ্বর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত 'যদুপুর'-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- খ্রিষ্টীয় আঠার শতকের শেষার্ধে রচিত *রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী*-র প্রণেতা রামপ্রসাদ সেন পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। বর্তমান 'উত্তর চব্বিশপরগনা'- জেলার 'হালিশহর'-এ তাঁর বাসস্থান ছিল।
- ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *ধর্মমঙ্গল*-কাব্যের রচনাকারী মানিকরাম গাঙ্গুলি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন।
- খ্রিষ্টীয় সতের শতকের প্রথমার্ধে রচিত *কাশীদাসী মহাভারত*-রচয়িতা কাশীরাম দাসের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অধীন 'ইন্দ্রাণী'-পরগনার 'সিঙ্গী'-গ্রামে।

- খ্রিষ্টীয় আঠার শতকের মধ্যবর্তিকালে রচিত *ভারতচন্দ্রগ্রন্থাবলী*-র প্রণেতা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার 'ভূরিশিট'-পরগনাস্থ 'পেঁড়ো'-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। (এস্থান বর্তমানে 'হাওড়া'-জেলার অন্তর্গত।)
- খ্রিষ্টীয় ষোল শতকে রচিত *মনসাপুরাণ*-কাব্যের রচয়িতা তন্ত্রবিভূতি উত্তরবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।
- ১৭২৩ থেকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত *হেয়াতমামুদরচনাবলী*-গ্রন্থের প্রণেতা হেয়াত মামুদ আধুনিক রংপুর জেলার 'পীরগঞ্জ'-উপজেলার অন্তর্গত 'ঝাড়বিশিলা'-গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।
- ১৫৮৪-৮৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *নবীবংশ*-১ম খণ্ড-কাব্যের রচয়িতা সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসী ছিলেন।
- খ্রিষ্টীয় ষোল শতকের মধ্যবর্তিকালে রচিত *চৈতন্যভাগবত*-কাব্যের প্রণেতা বৃন্দাবন দাস পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন।
- খ্রিষ্টীয় সতের শতকে রচিত *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী*-র রচয়িতা কৃষ্ণরাম দাস পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা অঞ্চলে বসবাস করতেন।
- ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *দুর্গামঙ্গল*-কাব্যের প্রণেতা ভবানীপ্রসাদ রায় আধুনিক টাঙ্গাইল জেলার অধিবাসী ছিলেন।
- ১৬৪৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *অভয়ামঙ্গল*-কাব্যের রচয়িতা দ্বিজ রামদেব চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাস করতেন।
- খ্রিষ্টীয় সতের শতকে রচিত *আবদুল হাকিম রচনাবলী*-র প্রণেতা আবদুল হাকিমের বাসস্থান ছিল নোয়াখালী জেলার 'বাবুপুর'-পরগনায়। (এ 'বাবুপুর' বর্তমানে নোয়াখালী জেলার ফেনী ও বেগমগঞ্জের নিকটবর্তী এক ক্ষুদ্রগ্রাম।)
- খ্রিষ্টীয় আঠার শতকের শেষপর্বে রচিত *মনসাপাঁচালি*-কাব্যের রচয়িতা রাধামাধব দত্ত আধুনিক সিলেট বিভাগের বাসিন্দা ছিলেন।

এপর্যায়ে উক্ত কবিগণের নাম, তাঁদের বাসস্থানঅনুযায়ী, কয়েকটি অঞ্চলভিত্তিক বর্গে বিন্যস্ত করা যায় :

(অ) পশ্চিমবঙ্গের কবিগণ :

- কাশীরাম দাস : বর্ধমান জেলার খ্রিষ্টীয় সতের শতকের প্রথমার্ধের কবি (*কাশীদাসী মহাভারত*-প্রণেতা),
- কৃত্তিবাস : পশ্চিমবঙ্গের খ্রিষ্টীয় পনের শতকের কবি (*রামায়ণ*-রচয়িতা),
- কৃষ্ণরাম দাস : কলিকাতা অঞ্চলের খ্রিষ্টীয় সতের শতকের কবি (*কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী*-প্রণেতা),
- ঘনরাম চক্রবর্তী : বর্ধমান জেলার খ্রিষ্টীয় আঠার শতকের কবি (*শ্রীধর্মমঙ্গল*-রচয়িতা),
- বৃন্দাবন দাস : পশ্চিমবঙ্গের খ্রিষ্টীয় ষোল শতকের মধ্যবর্তিকালের কবি (*চৈতন্য ভাগবত*-প্রণেতা),
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর : বর্ধমান জেলার খ্রিষ্টীয় আঠার শতকের মধ্যবর্তিকালের কবি (*ভারতচন্দ্রগ্রন্থাবলী*-রচয়িতা),
- মানিকরাম গাঙ্গুলি : পশ্চিমবঙ্গের খ্রিষ্টীয় আঠার শতকের শেষপাদের কবি (*ধর্মমঙ্গল*-প্রণেতা),
- মুকুন্দ : পশ্চিমবঙ্গের খ্রিষ্টীয় ষোল শতকের কবি (*চণ্ডীমঙ্গল*-রচয়িতা),
- রামদাস আদক : হুগলি জেলার খ্রিষ্টীয় সতের শতকের কবি (*অনাদিমঙ্গল*-প্রণেতা),

- রামপ্রসাদ সেন : পশ্চিমবঙ্গের খ্রিষ্টীয় আঠার শতকের শেষার্ধের কবি (*রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী*-রচয়িতা) এবং
- রামেশ্বর : মেদিনীপুর জেলার খ্রিষ্টীয় আঠার শতকের প্রথমার্ধের কবি (*শিব-সঙ্কীর্তন*-প্রণেতা)।

(আ) পূর্ববঙ্গের (=বর্তমান 'বাংলাদেশ'-রাষ্ট্রের) কবিগণ :

- আবদুল হাকিম : নোয়াখালী অঞ্চলের খ্রিষ্টীয় সতের শতকের কবি (*আবদুল হাকিম রচনাবলী*-প্রণেতা),
- আলাওল : ফরিদপুর জেলার খ্রিষ্টীয় সতের শতকের কবি (*পদ্মাবতী*-রচয়িতা),
- দ্বিজ রামদেব : চট্টগ্রাম জেলার খ্রিষ্টীয় সতের শতকের মধ্যবর্তিকালের কবি (*অভয়ামঙ্গল*-রচনাকারী),
- ভবানীপ্রসাদ রায় : টাঙ্গাইল জেলার খ্রিষ্টীয় সতের শতকের মধ্যবর্তিকালের কবি (*দুর্গামঙ্গল*-প্রণেতা),
- ভবানীশঙ্কর দাস : চট্টগ্রাম জেলার খ্রিষ্টীয় আঠার শতকের শেষপাদের কবি (*মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা*-রচয়িতা),
- মুক্তারাম সেন : চট্টগ্রাম জেলার খ্রিষ্টীয় আঠার শতকের প্রথমার্ধের কবি (*সারদামঙ্গল*-প্রণেতা),
- রাধামাধব দত্ত : সিলেট বিভাগের খ্রিষ্টীয় আঠার শতকের শেষপর্বের কবি (*মনসাপাঁচালি*-রচয়িতা) এবং
- সৈয়দ সুলতান : চট্টগ্রাম জেলার খ্রিষ্টীয় ষোল শতকের শেষপাদের কবি (*নবীবংশ*-১ম খণ্ড-প্রণেতা)।

(ই) উত্তরবঙ্গের (=পশ্চিমবঙ্গ ও 'বাংলাদেশ'-এর অঞ্চলবিশেষের) কবিগণ :

- তন্ত্রবিভূতি : মালদহ জেলার খ্রিষ্টীয় ষোলশতকের কবি ('মনসাপুরাণ'-রচয়িতা) এবং
- হেয়াত মামুদ : রংপুর জেলার খ্রিষ্টীয় আঠার শতকের কবি (*হেয়াতমামুদ-রচনাবলী*-প্রণেতা)।*

*উল্লিখিত তথ্যসূত্রে অনুভূত হচ্ছে :

খ্রিষ্টীয় পনের শতক থেকে আঠার শতক পর্যন্ত সময়ের বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের কবিগণ তাঁদের কাব্যে, বস্তুত সচেতনভাবেই, 'চিরশক্রযুগল'-সম্পৃক্ত প্রসঙ্গসমূহ পরিবেশন করেছেন।

৮. এর কার্যকারণসূত্র নির্ধারণের চেষ্টা আছে ড. করুণাসিন্ধু দাসের* মন্তব্যে :

"(সংস্কৃত ভাষায় লিখিত) পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, শুকসপ্ততি ইত্যাদি প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থে পশুপাখিকে গল্পের চরিত্র হিসেবে নিয়ে মানুষের সমাজ, চালচলন, শিক্ষা, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রকাশ ও সম্মতি-অসম্মতি জ্ঞাপনের পথ ধরে লোকশিক্ষার যে-ধারা প্রচলিত ছিল, মধ্যযুগের বাংলার কবিকুল সে-ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। প্রতিদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ বোধকে তা পুষ্ট করে থাকবে। মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ এক সঙ্গে এক পরিবেশে থাকার বিষয়টি তাঁরা মানতেন। মানুষের কথা প্রসঙ্গে উপমান হিসেবে পশুপাখি-সরীসৃপ যেমন সাহিত্যে এসেছে, তেমনি শ্বাপদ-সরীসৃপের ভয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেবদেবীর অতিপ্রাকৃত উপস্থিতির কল্পনা উৎসাহিত হয়েছে।"

* ড. করুণাসিন্ধু দাস ভারতসরকারনিয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রবীন্দ্রঅধ্যাপক'। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (ভারত)-এর প্রাক্তন উপাচার্য ড. করুণাসিন্ধু দাস পূর্বে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধসম্পর্কিত এক আলোচনায় তিনি উল্লিখিত মন্তব্যটি করেছেন।

৯. 'ভবন' = গৃহ, বাসস্থান, ধাম। [সং]। এখানে 'ভবন'-শব্দটি 'গৃহ'-অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, বরং এটি 'বাসস্থান' বা 'ধাম'-অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। মধ্যযুগের কবিগণের অনেকেই 'ভবন'-শব্দটি 'বাসস্থান'-অর্থেও ব্যবহার করেছেন। যেমন :
ভবনে ভুজঙ্গ ভয় ঘাটেতে কুম্ভীর ॥ পৃ ২৫১, *শ্রীধর্মমঙ্গল* (ঘনরাম চক্রবর্তী)

১০. স্মর্তব্য :
"মূলত সব বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও শিল্প-সংস্কৃতির জন্ম হয় আঞ্চলিক প্রতিবেশপ্রসূত জীবনচেতনা ও জীবিকাপদ্ধতি থেকেই। তাই বৈষয়িক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা, জীবিকাপদ্ধতি এবং পরিবেষ্টনীজাত ভূয়োদর্শন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রবাদ-প্রবচনাদি আপ্তবাক্যের এবং উপমা, রূপক ও উৎপেক্ষার।" পৃ ৫০, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, আহমদ শরীফ (সময় প্রকাশন, ২০০০ খ্রি.)

সহায়ক রচনাপঞ্জি

(ক) অভিধান ও কোষগ্রন্থ

- *পৌরাণিক অভিধান*, সংকলক : সুধীরচন্দ্র সরকার, এম.সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলিকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ (নবম সং.)।
- *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১ম খণ্ড), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ১৯৮৮ খ্রি. (১ম সং. : ৩য় মুদ্রণ)।
- *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (২য় খণ্ড), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ১৯৮৮ খ্রি. (১ম সং. : ৩য় মুদ্রণ)।
- *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (১ম ভাগ), সঙ্কলক ও সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, সাহিত্য-সংসদ্, কলিকাতা, ১৯৯১ খ্রি. (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সং. : পুনর্মুদ্রণ)।
- *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (২য় ভাগ), সঙ্কলক ও সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, সাহিত্য-সংসদ্, কলিকাতা, ১৯৯৪ খ্রি. (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সং. : ৪র্থ মুদ্রণ)।
- *শব্দবোধ অভিধান*, আশুতোষ দেব, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৮ খ্রি. (পুনর্মুদ্রণ)।
- *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (প্রথম খণ্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রি. (২য় সং.)।
- *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (দ্বিতীয় খণ্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রি. (২য় সং.)।
- *সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, সংকলক : শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সাহিত্যসংসদ্, কলিকাতা, ১৯৯৩ খ্রি. (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সং. : চতুর্দশ মুদ্রণ)।
- *সংসদ সমার্থশব্দকোষ*, অশোক মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যসংসদ, কলিকাতা, ২০০৩ খ্রি. (পরিবর্ধিত ২য় সং. : একাদশ মুদ্রণ)।

(খ) সাহিত্যগ্রন্থসমূহ

- *অনাদিমঙ্গল* বা *শ্রীধর্মপুরাণ* (কবি রামদাস আদক-বিরচিত), সম্পাদক : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্, কলিকাতা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
- *অভয়ামঙ্গল* (দ্বিজরামদেবপ্রণীত), সম্পাদক : আশুতোষ দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৭ খ্রি.।
- *আবদুল হাকিম রচনাবলী*, সম্পাদক : রাজিয়া সুলতানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৯ খ্রি.।

- *কবিকঙ্কণচণ্ডী* (কবি মুকুন্দরাম-বিরচিত) [প্রথম ভাগ], সম্পাদক : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৫ খ্রি. (নূতন সং. : পুনর্মুদ্রিত)।
- *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী*, সম্পাদক : সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৮ খ্রি.।
- *কবি হেয়াত মামুদ* (হেয়াতমামুদরচনাবলীসহ আলোচনা), সম্পাদক : মযহারুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৬১ খ্রি.।
- *কাশীদাসী মহাভারত*, সম্পাদক : সুবোধচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৬ খ্রি.।
- *চণ্ডীমঙ্গল* (কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম-রচিত), সম্পাদক : সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ১৯৯৩ খ্রি. (২য় সং. : ৩য় মুদ্রণ)।
- *চৈতন্যভাগবত* (বৃন্দাবন দাস-রচিত), প্রকাশক : মৃণালকান্তি ঘোষ, কলিকাতা, ৪৪০ গৌরাব্দ (=১৯২৬ খ্রি.)।
- *চৈতন্যভাগবত* (বৃন্দাবন দাস-রচিত), সম্পাদক : সুকুমার সেন, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ১৯৯১ খ্রি. (১ম প্রকাশ : ২য় মুদ্রণ)।
- *দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী*, ড. হরিপদ চক্রবর্তী, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি., কলিকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ (=১৯৬১ খ্রি.)।
- *দাশরথি রায়। পাঁচালী*, সম্পাদক : শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়, ['বঙ্গবাসী'-যন্ত্রে শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত], কলিকাতা, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ (৩য় সং.)।
- *দুর্গামঙ্গল* (ভবানীপ্রসাদ রায়-রচিত), সম্পাদক : ব্যোমকেশ মুস্তফী, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।
- *ধর্মমঙ্গল* (মানিকরাম গাঙ্গুলি-রচিত), সম্পাদক : বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬০ খ্রি.।
- *নবীবংশ*-প্রথম খণ্ড, (সৈয়দ সুলতানপ্রণীত), সম্পাদক : আহমদ শরীফ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮ খ্রি.।
- *পদ্মাপুরাণ* (শ্রীরায় বিনোদ-রচিত), সম্পাদক : মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি.।
- *পদ্মাবতী* (আলাওলপ্রণীত), সম্পাদক : সৈয়দ আলী আহসান, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৭ খ্রি. (১ম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ)।
- *প্রেমবিলাস* (নিত্যানন্দ দাস-রচিত), প্রকাশক : রামদেব মিশ্র, মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ : ভারত), ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।
- *ভারতচন্দ্রগ্রন্থাবলী* (প্রথম ভাগ) [অন্নদামঙ্গল], সম্পাদক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ।
- *ভারতচন্দ্রগ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় ভাগ), সম্পাদক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ (=১৯৪৩ খ্রি.)।
- *মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা* (ভবানীশঙ্কর দাস-রচিত), সম্পাদক : রাজচন্দ্র দত্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।
- *মনসাপাঁচালি* (রাধামাধব দত্ত-প্রণীত), সম্পাদক : অমলেন্দু ভট্টাচার্য, প্রকাশক : সবিতা দত্ত ও নন্দিতা দত্ত, শিলঙ (মেঘালয় : ভারত), ২০০৪ খ্রি.।
- *মনসাপুরাণ* (তন্ত্রবিভূতি-রচিত), সম্পাদক : আশুতোষ দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৮০ খ্রি.।

- *রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী* (কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন-রচিত), বসুমতী সাহিত্যমন্দির, কলিকাতা-(পরিবর্ধিত ও সংশোধিত ৫ম সং.)।
- *রামায়ণ* (কৃত্তিবাসপ্রণীত), সম্পাদক : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যসংসদ, কলিকাতা-২০০৫ খ্রি. (১ম প্রকাশ : ৫ম মুদ্রণ)।
- *রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন*, সম্পাদক : যোগিলাল হালদার এম.এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৭ খ্রি.।
- *শ্রীধর্মমঙ্গল* (ঘনরাম চক্রবর্তী-রচিত), সম্পাদক পীযূষকান্তি মহাপাত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬২ খ্রি.।
- *সারদামঙ্গল বা অষ্টমঙ্গলার চতুস্প্রহরী পাঁচালী* (মুক্তারাম সেন-প্রণীত), সম্পাদক : মুন্‌শী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্‌, কলিকাতা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

(গ) বিবিধ

- *প্রবন্ধসমুচ্চয়*, মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, জ্যোতিপ্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮ খ্রি.।
- *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা*, মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪ খ্রি.।
- বা*ঙ্গলাভাষাপ্রসঙ্গে*, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭৫ খ্রি.।
- *ভাষার ইতিবৃত্ত*, সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮ খ্রি. (প্রথম আনন্দ সংস্করণ : ষষ্ঠ মুদ্রণ)।
- *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*, আহমদ শরীফ, সময়প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০ খ্রি.।
- *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, করুণাসিন্ধু দাস, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৮ খ্রি. (প্রথম প্রকাশ)।